দৈনন্দিন জীবনে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীস

(বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলন)

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া

দৈনন্দিন জীবনে

রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস

(বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলন)

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
এম.এফ., বি.এ (অনার্স) এম. এ.

ভূঁইয়া প্রকাশনী
৭৬ সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

www.pathagar.com

দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস
(বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলন)

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূইয়া

প্রকাশক ঃ মাওলানা মুজিবুর রহমান ভূইয়া
এম. এফ.
মান্দারপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রকাশকাল ঃ ২৭ রমজান, ১৪২০ হিজরী
জানুয়ারী ২০০০ ঈসায়ী

সত্ব ঃ গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ
হক প্রিন্টার্স ঃ ১৪৩/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৩০০৪২

মূল্য ঃ ৮০ (আশি) টাকা মাত্র।

পরিবেশক ঃ
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট (দৈনিক সংগ্রাম অফিসের সামনে) বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

DAINANDIN JIBANE RASULULLAHAR (SM) HADITH
WRITTEN BY PROFESSOR MOULANA ATIQUR RAHMAN BHUIYAN
PUBLISHED BY BHUIYAN PROKASHANI, DHAKA.
PRICE : 80 (EIGHTY) TAKA ONLY

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁর সংস্পর্শে পেয়েছি জীবন চলার পাথেয়,
মামা– মোঃ শামসুল ইসলাম চৌধুরী
ও
এ জীবনে যাঁকে পাইনি ক্ষণকাল ছাড়া
নানীজান, তাঁদের পবিত্র আত্মার স্মরণে।

উপহার

আমার _____

_____

_____

..... কে

দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস বই খানা উপহার দিলাম।

স্বাক্ষর

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ১ম খণ্ড
- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ২য় খণ্ড
- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ৩য় খণ্ড
- কুরআন হাদীসের আলোকে শিশুদের আধুনিক নাম
- নূরানী কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি
- ইসলামিক নলেজ এন্ড জেনারেল নলেজ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। অসংখ্য দরূদ বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, মহান শিক্ষক ও নেতা রসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং হাজারো সালাম সেসব বীর মুজাহিদদের প্রতি, যাঁরা যুগে যুগে আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী শতাধিক বিষয় সম্পর্কিত রাসূলের পবিত্র বাণী হাদীসের সংকলন "দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস" জ্ঞান-পিপাসু মু'মিনদের হাতে তুলে দিতে পারছি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবয়ব নির্মাণে হাদীস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। কুরআনের নির্দেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে উহার যথার্থ অনুশীলনে হাদীসের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা একান্ত অপরিহার্য। হাদীস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই হাদীস জ্ঞানের রাজ্যে এক মহাসমুদ্র– যা থেকে প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রামাণ্য হাদীস খুঁজে বের করা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করার পাশাপাশি আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র এবং পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা খুঁজে পেতে চান, তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যারা আল্লাহর দেয়া দ্বীনকে জানতে বুঝতে এবং জীবনের সকল পর্যায়ে সে দ্বীনের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট, তাদের কিছুমাত্র সহযোগিতা যদি আমার এ সংকলনের মাধ্যমে হয়, তাহলেই আমি আমার শ্রমলব্ধ প্রয়াসকে সফল মনে করব।

সবশেষে, যে সকল মনীষী এবং বিজ্ঞজনের উদার সহযোগিতায় এ পুস্তিকা রচনা এবং প্রকাশের কাজটি আমাদের জন্যে সহজ হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আরজ করছি, যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও যদি কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে কিংবা বইটির মান উন্নয়নে কোন পরামর্শ থাকে, তা আমাদের কাছে পৌছালে বাধিত হব। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের পথে আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন॥

বিনীত–

৭৬ সবুজবাগ,
ঢাকা-১২১৪

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
এম.এফ., বি.এ (অনার্স) এম.এ.

www.pathagar.com

▼সূচীপত্র▼

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা/৯
হাদীসের শ্রেণী বিভাগ/১৩
বেশী হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ/১৪
আকাইদ
ঈমান/১৫
তাওহীদ/১৬
রিসালাত/১৮
মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী/১৯
ইবাদত
বিশুদ্ধ নিয়ত/২১
নামায/২৩
যাকাত/২৫
সাওম বা রোযা/২৮
হজ্জ/৩১
সিজদা আল্লাহর হক/৩৩
তাহাজ্জুদ নামায/৩৪
জুমআ'র নামায/৩৫
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহর পথে দান/৩৬
জিহাদ/৩৮
শাহাদাত/৪৫
মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র ও তাঁর প্রতি ভালবাসা/৫০
কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার ফজিলত/৫২
তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য/৫৩
লাইলাতুল ক্বাদর/৫৫
লাইলাতুল মিরাজ/৫৬
ইসলামে হালাল ও হারাম/৫৭
হালাল রুজি/৫৮
কোরবানী/৫৯
কাবাঘর ও তার মর্যাদা/৬০
দরূদ শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা/৬১
তাহারাত
পবিত্রতা/৬৩
অযু/৬৩
গোছল/৬৪
তায়াম্মুম/৬৭
মেসওয়াক/৬৮

www.pathagar.com

শিক্ষা
জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা/৬৯
প্রশিক্ষণ/৭৪
বিজ্ঞান/৭৫
মোআমালাত
সালাম/৭৬
ঋণ পরিশোধ/৭৭
ওয়াদা/৭৮
আমানতদারী/৭৯
ব্যবসা/৭৯
শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ/৮০
সৃষ্টির সেবা/৮১
রুগীর হক/৮২
পশু পাখির হক/৮৩
সামাজিক সম্পর্ক
পিতা-মাতার হক/৮৪
প্রতিবেশীর হক/৮৭
আত্মীয় স্বজনের হক/৯০
পর্দা/৯২
ইসলামে নারীর অধিকার/৯৪
অমুসলিমের অধিকার/৯৭
অসীয়ত/৯৮
বিবাহ/৯৯
বিবাহের মোহর/১০০
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার/১০১
জন্মনিয়ন্ত্রণ/১০৩
সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মসমূহ
যুলুম/১০৪
ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ/১০৫
সুদ ও ঘুষ/১০৬
মদ, জয়া, লটারীর কুফল/১০৮
মাদক দ্রব্যের অপকারিতা/১০৯
নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা/১১০
যিনা/ব্যভিচার/১১০
নৈতিক গুণাগুণ
তাকওয়া/১১২
সবর বা ধৈর্য/১১৪
সত্যবাদিতা/১১৭
বিনয় ও নম্রতা/১১৮
মুমিনের বৈশিষ্ট্য/১১৮

www.pathagar.com

মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলী/১২০
রহমানের বান্দা কারা/১২০
চরিত্রগত ত্রুটি সমূহ
গর্ব অহংকার/১২১
গীবত বা পরনিন্দা/১২৩
চোগলখুরী/১২৫
মিথ্যাচার/১২৫
অপচয় ও অপব্যয়/১২৭
কৃপণতা/১২৮
মুনাফিকের পরিচয়/পরিণাম /১২৮
শিরক/১২৯
হত্যা/১৩২
আত্মহত্যা/১৩২
সংগঠন ও শৃংখলা
ইসলামী আন্দোলন ফরজ/১৩৩
ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/১৩৬
সংগঠন/১৩৭
ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম/১৪০
দাওয়াত/১৪১
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরীক্ষা/১৪৩
আনুগত্য/১৪৫
পরামর্শ/১৪৮
এহতেছাব বা গঠনমূলক সমালোচনা/১৪৯
মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক/১৫০
বাইয়াত/১৫১
রাষ্ট্র ব্যবস্থা
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা/১৫২
খিলাফত/১৫৩
ইসলামী সরকারের দায়িত্ব/১৫৫
ইসলামে নির্বাচন /১৫৬
ইসলামে রাজনীতি/১৫৭
ইসলামে বিচার ব্যবস্থা/১৫৮
ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি/১৬১
ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা/১৬২
শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য/১৬৪
পরকাল
মৃত্যু/১৬৬
আখিরাত/১৬৭
জান্নাত/১৭০
জাহান্নাম/১৭১
আশরায়ে মুবাশ্‌শারা/১৭২

www.pathagar.com

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

হাদীস ঃ রাসূল (সঃ)-এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীস বলে।

মূল বক্তব্য হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **কাওলী হাদীস ঃ** রাসূল (সঃ) এর পবিত্র মুখের বাণীই কাওলী হাদীস।

(২) **ফি'লী হাদীস ঃ** যে সব কাজ রাসূল (সঃ) স্বয়ং করেছেন এবং সাহাবীগণ তা বর্ণনা করেছেন তা-ই ফি'লী হাদীস।

(৩) **তাকরীরী হাদীস ঃ** সাহাবীদের যে সব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল (সঃ) সমর্থন প্রদান করেছেন তাহাই তাকরীরী হাদীস।

রাবীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **খবরে মুতাওয়াতির ঃ** যে হাদীস এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।

(২) **খবরে মাশহুর ঃ** প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ তিনজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন। তাকে খবরে মাশহুর বলে। তাকে মুস্তাফিজ ও বলে।

(৩) **খবরে ওয়াহেদ/খবরে আহাদ ঃ** হাদীসে গরীব, আযীয এবং খবরে মাশহুর, এ তিন প্রকারের হাদীসকে একত্রে খবরে আহাদ বলে। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে।

আযীয হাদীস ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ দু'জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন তাকে আযীয হাদীস বলে।

গরীব হাদীস ঃ যে হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব হাদীস বলে।

রাবীদের সিলসিলা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **মারফু হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ রাসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদীস বলে।

(২) **মাওকুফ হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

(৩) **মাকতু হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতু হাদীস বলে।

www.pathagar.com

রাবী বাদ পড়া হিসেবে হাদীস ২ প্রকার

(১) **মুত্তাছিল হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সর্বস্তরে ঠিক রয়েছে, কোথাও কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাছিল হাদীস বলে।

(২) **মুনকাতে হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

মুনকাতে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **মুরসাল হাদীস ঃ** যে হাদীসে রাবীর নাম বাদ পড়া শেষের দিকে অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

(২) **মুআল্লাক হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

(৩) **মু'দাল হাদীস ঃ** যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বিলুপ্ত হয় তাকে মু'দাল হাদীস বলে।

বিশ্বস্ততা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **সহীহ হাদীস ঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নাম, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন, স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর কোনস্তরে তাদের সংখ্যা একজন হয়নি তাকে সহীহ হাদীস বলে।

(২) **হাসান হাদীস ঃ** সহীর সবগুণই রয়েছে, তবে তাদের স্মরণশক্তির যদি কিছুটা দূর্বলতা প্রমাণিত হয় তাকে হাসান হাদীস বলে।

(৩) **যায়ীফ হাদীস ঃ** হাসান, সহীহ হাদীসের গুণসমূহ যে হাদীসে পাওয়া না যায় তাকে যায়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ যে হাদীসের মূল বক্তব্য আল্লাহ সরাসরি রাসূল (সঃ) কে ইলহাম বা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সঃ) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

মুদাল্লাছ হাদীস ঃ যে হাদীসের সনদের দোষ ত্রুটি গোপন করা হয় তাকে মুদাল্লাছ হাদীস বলে।

সুনান ঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে সুনান বলা হয় যা ফিক্‌হ এর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

www.pathagar.com

সুনানে আরবায়া ঃ আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং ইবনে মাজাহ শরীফ এ চারটি হাদীস গ্রন্থকে এক সাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।

মুসনাদ ঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা সাহাবায়ে কিরামের তারতীব অনুযায়ী লিখা হয়েছে।

সহীহাইন ঃ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে এক সাথে সহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি ঃ ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) উভয়ে একই সাহাবী হতে যে হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

জামে ঃ যে গ্রন্থে হাদীস সমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে আকাইদ, ছিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাক ও মানাকিব-এ আটটি অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে বলা হয়। যেমন জামে তিরমিযী।

সনদ ঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতন ঃ হাদীসের মূল শব্দ সমূহকে মতন বলে।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে।

দেরায়েত ঃ হাদীসের মতন বা মূল বিষয়ে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যে সমালোচনা করা হয় তাকে দেরায়েত বলে।

রিজাল ঃ হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।

শায়খাঈন ঃ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারী (রঃ) ও মুসলিম (রঃ) কে শায়খাঈন বলে।

হাফিয ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ জানেন তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ জানেন তাকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ সকল হাদীস মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলে।

বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম ঃ

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ.

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (রঃ) এর পূর্ণনাম ঃ

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিজবা আল্ যু'ফী আল-বুখারী।

সিহাহ্ সিত্তা ঃ সিহাহ অর্থ বিশুদ্ধ, সিত্তাহ অর্থ ছয়। সিহাহ সিত্তা-এর আভিধানিক অর্থ হল ছয়টি বিশুদ্ধ। ইসলামী পরিভাষায় হাদীস শাস্ত্রের ছয়টি নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে এক কথায় সিহাহ সিত্তা বলা হয়।

সিহাহ সিত্তা হাদীসগ্রন্থগুলো এবং সংকলকদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল

ক্রমিক	হাদীস গ্রন্থের নাম	সংকলকদের নাম	সংখ্যা	জন্ম	মৃত্যু	জীবনকাল
১.	সহীহ বুখারী	ইমাম বুখারী (রঃ)	৭৩৯৭	১৯৪ হিজরী	২৫৬ হিজরী	৬২ বছর
২.	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম (রঃ)	৪০০০	২০৪ হিজরী	২৬১ হিজরী	৫৭ বছর
৩.	জামি তিরমিযী	ইমাম তিরমিযী (রঃ)	৩৮১২	২০৯ হিজরী	২৭৯ হিজরী	৭০ বছর
৪.	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ (রঃ)	৪৮০০	২০২ হিজরী	২৭৫ হিজরী	৭৩ বছর
৫.	সুনানে নাসায়ী	ইমাম নাসায়ী (রঃ)	৪৪৮২	২১৫হিজরী	৩০৩ হিজরী	৮৮ বছর
৬.	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ)	৪৩৩৮	২০৯ হিজরী	২৭৩ হিজরী	৬৪ বছর

www.pathagar.com

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ
Classification of Hadith
শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি
Basis of Classification
মূল বক্তব্য হিসেবে ৩ প্রকার
রাবীদের সংখ্যা হিসেবে ৩ প্রকার
রাবীদের সিলসিলা হিসেবে ৩ প্রকার
রাবীদের পড়া হিসেবে ২ প্রকার
বিশ্বস্ততা হিসেবে ৩ প্রকার
কাওলী
ফে'লী
তাকরীরী
খবরে মুতাওয়াতের
খবরে মাশহুর
খবরে ওয়াহেদ
মারফু
মাওকুফ
মাকতু
মুত্তাসিল
মুনকাতে
ছহীহ
হাসান
জয়ীফ

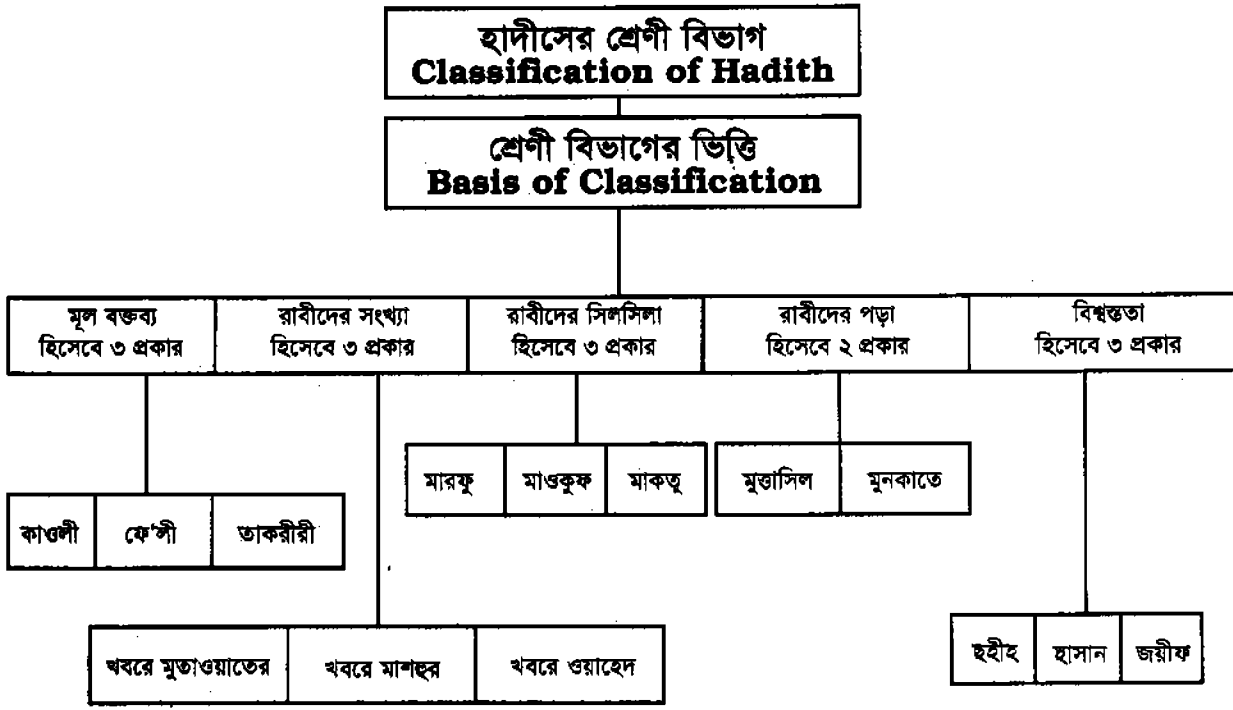

বেশী হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

	নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা
১	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)	৫৭ হিঃ	৭৮ বৎসর	৫৩৭৪ টি
২	হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)	৫৮ "	৬৭ "	২২১০ "
৩	হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	৬৮ "	৭১ "	১৬৬০ "
৪	হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)	৭০ "	৮৪ "	১৬৩০ "
৫	হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)	৭৪ "	৯৪ "	১৫৪০ "
৬	হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)	৯৩ "	১০৩ "	১২৮৬ "
৭	হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)	৪৬ "	৮৪ "	১১৭০ "
৮	হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)	৩২ "	---- "	৮৪৮ "
৯	হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)	৬৩ "	--- "	৭০০ "

www.pathagar.com

আকাইদ

ঈমান

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اَخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْ مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ (بيهقى)

(১) হযরত আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদেরকে তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ -(مسلم)

(২) হযরত আমর বিন আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? জবাবে তিনি বললেন 'ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ছামাহাত দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান'। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً (بخارى،مسلم)-

(৩) হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِى صـ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী-মুসলিম)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ -(شرح السنة)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দ্বীনের অধীন করতে না পারবে।

(শরহুস সুন্নাহ)

(٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ (مسند احمد)

(৬) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করল যে ঈমান কাকে বলে-উহার নির্দশন বা পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বলেছেন তোমাদের ভাল কাজ যখন তোমাদিগকে আনন্দ দান করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদিগকে অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি। (মুসনাদে আহমদ)

তাওহীদ

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ -(مسلم)

(১) হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

(٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قُلْ لِّى فِى الاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -(مسلم)

(২) হযরত সূফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সকফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না তিনি আমাকে বললেন বলো আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ -(بخارى)

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বার বার সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনে সকাল হলে নবী করীম (সঃ) এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি যেন সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মর্যাদাকে খাটো করছিল। নবী (সঃ) বললেন যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি এসূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهٖ فِىْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صـ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَءَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صـ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ .

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। নামাযে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতো তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দিয়ে শেষ করতো।

www.pathagar.com

অভিযান শেষে ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি নবী (সঃ) এর কাছে বললে নবী (সঃ) বললেন, সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, ওই সূরাতে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালবাসি। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন তাকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসে। (বুখারী)

রিসালাত

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىُ مُحَمَّدٍ -(مسلم)

(১) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মদের পথ প্রদর্শন। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَّلَانَصْرَانِىٌّ وَّمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ (مسند احمد)-

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সেই মহান আল্লাহ্র শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারবে। সে ইয়াহুদী হোক কিংবা নাসারা হোক, আর আমি যে দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ -(مسلم)

(৩) উবাদাহ ইবনে সামিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর জন্যে আল্লাহ্ দোযখের

www.pathagar.com

আগুন হারাম করে দেবেন। (মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهٖ -(شرح سنة)

(৪) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাংখিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে।

(শরহে সুন্নাহ)

(٥) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَاوَسِعَهُ اِلَّا اتِّبَاعِىْ -(دارمى - مسند احمد)

(৫) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যার মুষ্ঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে, মুসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যতের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হয়েছে-তার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোন উপায় থাকত না।

(দারেমী, মুসনাদে আহমদ)

মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী

(١) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ -(مسند احمد)

(১) ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্র নিকট খাতামুন্নাবিয়ীন হিসেবে তখন লিখিত ও নির্দিষ্ট হয়েছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির গাড়া হিসেবে পড়েছিলেন। (মুসনাদে আহমদ, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী, হাকেম)

www.pathagar.com

(٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ يَتَعَجَّبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَتَمُ النَّبِيِّيْنَ -(مسلم)

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো-ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন আমিই সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ اَنَّهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -(مسلم)

(৩) আবদুল্লাহ্ ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টির সম্পর্কে পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছেন এবং লওহে মাহফুযে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) খাতামুন্নাবিয়ীন। (মুসলিম)

www.pathagar.com

ইবাদত

বিশুদ্ধ নিয়ত

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّانَوٰا - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধারের কিংবা কোন রমণীকে পাওয়ার নিয়তে হিজরত করে, মূলত ঃ তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ (مسلم)-

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্তকরণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ نِ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ

www.pathagar.com

تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِى النَّارِ (مسلم)-

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি করছো? সে উত্তরে বলবে আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীর খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছ এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে এবং আল-কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব ভোগের পর তুমি কি করছো? সে বলবে আমি দ্বীনের ইলম হাছিল করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি আলেম খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। তুমি কারীরূপে খ্যাত হবার জন্যে আল-কুরআন পড়ছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে

www.pathagar.com

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ্ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব পেয়ে তুমি কি করছো? সে বলবে আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যেই দান করেছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

নামায

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (بخارى - مسلم)-

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَاَمَنَةَ لَهٗ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ طُهُوْرَلَهٗ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلٰوةَ لَهٗ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ .

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই, তার নামায নেই। যার নামায নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (আল-মুজামুস সগীর)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ اَنَّهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ

www.pathagar.com

يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ اَتٰى بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -(بدائع الصنائع)

(৩) হযরত উবায়দা ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন। যে লোক উহা যথাযথ আদায় করবে এবং উহার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে, উহার হক একবিন্দু নষ্ট হতে দেবে না তার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে বেহেশ্তে দাখিল করবেন। আর যে লোক উহা পড়বে না, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (বাদায়ে উস্সানায়েও)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ -(ترمذى)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসেব নিবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমানিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসেবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের ফরজে হিসেবে যদি কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামাজ বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে উহার দ্বারা ফরজের কমতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল উহারই বিবেচিত ও অনুরূপ ভাবে কমতি

www.pathagar.com

পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ (احمد - دارمى - بيهقى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি নামাযের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, যে লোক এই নামায সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করতে থাকবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য দলীল এবং পূর্ণ মুক্তি নির্দিষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যে লোক নামায সঠিকভাবে আদায় করবে না, তাদের জন্য নূর, অকাট্য দলীল এবং মুক্তি কিছুই হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ এর সাথে। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ؟ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا -(بخارى)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোছল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল (সঃ) বললেন এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ, এর সাহায্যে আল্লাহ্ যাবতীয় গুণাহ খাতা মাফ করে দেন। (বুখারী)

যাকাত

(١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صـ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -(بخارى-مسلم)

www.pathagar.com

(১) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীমের (সঃ) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ -(بخارى)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ -(بخارى-نسائى)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছ থেকে ধন সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধনসম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে। এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।

(বুখারী, নাসায়ী)

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضـ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ

www.pathagar.com

فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاِيَّكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ

(بخارى - مسلم، مسند احمد)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সঃ) যখন হযরত মুয়ায (রাঃ) কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন তুমি আহলি কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌছবে। তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্তায়ালার রসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তারপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। তোমার এ কথাও যদি স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি তাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন। উহা তাদের ধনী লোকদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে ও তাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তোমার এই কথাও যদি তারা মেনে নেয় তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবৎ আদায় করে না নেও। আর তুমি মজলুমের দোয়াকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোন আবরণ নেই।

(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ لِاَبِىْ بَكْرٍ رضـ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رضـ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ -(بخارى - مسلم - نسائى - ابو داؤد - مسند احمد)

www.pathagar.com

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন, আর আরব দেশের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ নবী করীম (সঃ) তো বলেছেন লোকেরা যতক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য উহার উপর ইসলামের হক কখনো ধার্য হলে অন্য কথা। আর উহার হিসেব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন আল্লাহ্র শপথ যে লোকই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক, আল্লাহ্র শপথ যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত-এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ করে, তবে অবশ্যই আমি উহা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন আল্লাহ্র শপথ করে বলতেছি, উহা আর কিছু নয়, আমার মনে হল, আল্লাহ্ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, উহাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই নিয়াছেন)

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

সাওম বা রোযা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهٗ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ -(نسائى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। উহা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ্তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো

www.pathagar.com

বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহ্‌র জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহা কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ

(بخارى-مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ اَلصِّيَامُ اَىْ مَنَعْتُه اَلطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ -(بيهقى شعب الايمان)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ্ আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ্, আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তাদের সুপরিশ গ্রহণ করবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ (بخارى-مسلم)-

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলো না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

(٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ (بخارى-مسلم)

(৬) হযরত সহল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন বেহেশতের একটি দুয়ার আছে উহাকে রাইয়্যান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেই এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে রোযাদার কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে, এভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী,মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

(بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد)-

www.pathagar.com

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে লোক একদিন আল্লাহ্‌র পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তার মুখমন্ডল জাহান্নাম হতে সত্তর বৎসর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -(بخارى-مسلم)

(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা উহা একান্তভাবে আমারই জন্য। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) উহার প্রতিফল দিব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে (অর্থাৎ কাবা ঘরে হজ্জ করতে) এলো, স্ত্রী সঙ্গম এবং কোনো প্রকার অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক ফুজ্জরীতে নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে (এমন পবিত্র হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিস্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করে ছিলো।

(মুসলিম)

www.pathagar.com

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا -(المنتقى)

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন হে লোকেরা, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরজ করেছেন। অতএব হজ্জ কর। (মুনতাকী)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ -(ترمذى، ابو داؤد، مسند احمد)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ -(ابن ماجة)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমাপণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে (ইবনে মাজাহ)

عَنِ الْحَسَنِ رضـ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةً وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ (منتقى)-

www.pathagar.com

(৫) হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই, যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব সমাপণ করছে না এবং তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়। (মুনতাকী)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ -(بخارى-مسلم)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল অতঃপর কি? তিনি বললেন আল্লাহ্র পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হল তারপর কোন আমলটি সর্বোত্তম? বললেন কবুল হওয়া হজ্জ্ব। (বুখারী, মুসলিম)

সিজদা আল্লাহ্র হক

(١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صـ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ اِلاَّ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُبِهِ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا-(بخارى-مسلم)

(১) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি একই গাধার উপর মহানবী (সঃ) এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে হাওদার হেলান দেয়ার কাঠ ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি (আমাকে সম্বোধন করে) বললেন হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক (অধিকার) আছে এবং আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের কি হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবগত আছেন। তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্র হক বান্দার উপর এই, তারা তাঁর ইবাদত করবে

www.pathagar.com

এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর বান্দাদের হক আল্লাহ্‌র উপর এই, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন না, তুমি তাদেরকে এ সংবাদ দিও না, কারণ তাহলে তারা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে (আর কোন কাজ করবে না)।

(বুখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামায

(١) عَنْ مُغِيْرَةَ رضـ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صـ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰـذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا : (بخارى – مسلم)

(১) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে এত অধিক দাঁড়ালেন যে, তাঁর দু'পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন বলা হল, হুযুর আপনি কেন এরূপ করেন? অথচ আল্লাহ্ তো আপনার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। হুযুর (সঃ) জওয়াব দিলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না? (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلْنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ : (بخارى – مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু পরওয়ার দেগার দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, ওগো! কে আছ, যে (এ সময়) আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দিব। ওগো! কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাবে, আমি তাকে তা দিয়ে দিব। ওগো! কে আছ, যে এ সময় আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

(বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

(٣) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صـ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَايُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ -(مسلم)

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই রাতের ভিতর এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান ঐ সময়টি পায়, আর তখন দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ হতে কোন কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে তা দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

জুম'আর নামায

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সূর্যোদয় হওয়া দিন সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুম'আর দিন। জুম'আর দিনে-ই হযরত আদম (আঃ)-কে তৈরী করা হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশ্‌ত হতে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর কিয়ামত জুময়ার দিনেই অনুষ্ঠিত হবে।
(মুসলিম)

(٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ مَرِيْضٌ اَوْمُسَافِرٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْمَجْنُوْنٌ اَوْمَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ -(دار قطنى)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে, তার অবশ্যই জুময়ার দিনে জুময়ার নামায

www.pathagar.com

আদায় করা কর্তব্য। তবে রোগী, মুসাফির, মহিলা, শিশু, পাগল ও ক্রীতদাস এ কর্তব্য হতে মুক্ত। যদি কোন লোক খেল-তামাশা কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে এ নামায হতে গাফেল থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ তায়ালা ও তার ব্যাপারে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ্‌ হলেন মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত। (দারে কুতনী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَايُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ : (بخاري – مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেন, অবশ্য অবশ্য জুম'আর দিনে এমন একটা সময় আছে, যখন কোন মুসলিম বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণকর কিছু কামনা করলে অবশ্যই তাকে তা দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ইনফাক ফিসাবিলিল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র পথে দান

(١) عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعَ مِائَةَ ضِعْفٍ –(ترمذى)

(১) আবু ইয়াহিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاَسَرَّنِىْ اَنْ يَّمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَيْئٌ اِلَّا شَيْئٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ –(بخارى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ ও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকী আল্লাহ্‌র কাজে দান করে দিব) (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَىُّ

www.pathagar.com

الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি হুযুর (সঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রসূল (সঃ) বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থান দান। যখন তোমার দারিদ্র্য হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি নিয়তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্যে এটা তমুকের জন্যে এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌছান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(مسلم)

(৪) হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান সন্ততি ও পরিবারের জন্যে খরচ করা হয়। সে দীনার ও উত্তম যে দীনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনার ও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। (মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন যখনই আল্লাহ্‌র বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুইজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ্! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

www.pathagar.com

اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ -(بخارى-مسلم)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন আল্লাহ্ বলেন হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

জিহাদ

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! কোন আমলটি (আল্লাহ্র নিকট) সবচেয়ে উত্তম? হুযুর (সঃ) বললেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ اَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ -(احمد، ترمذى، ابن ماجه)

(২) হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'একদা নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (দ্বীনের) মূল সূত্র, তার স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দেব না? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তা দেবেন। তখন হুযুর (সঃ) বললেন, দ্বীনের মূল হল ইসলাম, খুঁটি হল নামায এবং তাঁর সর্বোচ্চ চূড়া হল জিহাদ।'(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ -(مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না; আর এই অবস্থায়-ই সে মারা গেল, সে যেন মুনাফেকের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম)

www.pathagar.com

(٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -(بخارى)

(৪) 'আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কে? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, যে মু'মিন আল্লাহ্র পথে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এর পরে কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে। (বুখারী)

(٥) عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -(ابو داود)

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো'।

(আবু দাউদ)

(٦) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

(٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -(ترمذى)

(৭) 'আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, স্বৈরাচারী জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (তিরমিযী)

(٨) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ

www.pathagar.com

اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ -(ترمذى)

(৮) মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় (অর্থাৎ অল্প সময়ও) আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

(٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(بخارى)

(৯) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গণীমতের অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ অর্থের জন্য, এক ব্যক্তি খ্যাতি বা প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই (জিহাদে অংশগ্রহণ) করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করছে? রসূলুল্লাহ্ বললেন, যে আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করছে। (বুখারী)

(١٠) عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صـ يَقُوْلُ مَنْ اُغْبِرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
-(بخارى، ترمذى، نسائى)

(১০) হযরত আবু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি-যার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধুলিমলিন হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। (বুখারী-তিরমিযী-নাসায়ী)

(١١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ جَهَّزَ غَازِيَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا
-(متفق عليه)

(১১) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সামান সংগ্রহ করে দেবে, সেও জিহাদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আবার যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের

www.pathagar.com

দেখাশুনা করবে, সেও জিহাদের ছওয়াব পাবে।' (বুখারী মুসলিম)

(١٢) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(ترمذى)

(১২) 'হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমত ঃ সেই চক্ষু, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়ত ঃ যা আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারী করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়। (তিরমিযী)

(١٣) عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ (ترمذى)-

(১৩) হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র পথে একটি দিন সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা হাজার দিনের মনযিল অতিক্রম অপেক্ষা উত্তম। (তিরমিযী)

(١٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّمَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَالْزِمْ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ وَذِكْرٌلَكَ فِى السَّمَاءِ وَاخْزُنْ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ .

(১৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন কর, কেননা এটা সমস্ত কল্যাণের উৎস। জিহাদকে বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ কর, কেননা মুসলমানদের জন্য এটাই হচ্ছে রাহ্‌বানিয়াত। আর আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং তাঁর কিতাবকে নিয়মিত তেলাওয়াত কর। কেননা এটা তোমাদের জন্য এ জমিনে আলোকবর্তিকা এবং আকাশ রাজ্যে স্মরণীয় হওয়ার কারণ। তোমরা নিজেদের বাকশক্তিকে বিরত

www.pathagar.com

রাখ, কিন্তু নেক কথা হতে বিরত রেখো না। এভাবেই তোমরা শয়তানের উপর জয়ী হতে পারবে।

(١٥) عَنْ جُنْدُبِ بِنْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتَ اِلاَّ اِصْبَعُ دَمِيْتِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتِ.

(১৫) যুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন একটি যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ 'তুমি তো একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নও, তুমি তো আল্লাহ্র পথেই রক্তাক্ত হয়েছো।' (বুখারী)

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ -(ترمذى)

(১৬) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধকে পলানে পুনরায় প্রবেশ করানো। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তার পথে জিহাদ করেছে সে ব্যক্তি আর জাহান্নামের ধোয়া একত্র হবে না।' (তিরমিযী)

(١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -(بخارى)

(১৭) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যার হাতের মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে-আল্লাহই ভাল করে জানেন কে সত্যিকার অর্থে তার পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে তাজা রক্তে রঞ্জিত দেহে উঠানো হবে, আর তা থেকে মেশ্কের সুগন্ধি আসতে থাকবে। (বুখারী)

www.pathagar.com

(١٨) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص جَاهِدُوْا النَّاسَ فِى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلَا تُبَالُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِىُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهِ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ .

(১৮) হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সাথে জিহাদ কর এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করো না। পরন্তু তোমরা দেশে বিদেশে যখন যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌র আইন ও দন্ড বিধানকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দুয়ারের মধ্যে একটি অতি বড় দুয়ার। এই দ্বারপথের সাহায্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও ভয়ভীতি হতে নাজাত দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

(١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ص مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْجَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهٗ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ -(بخارى)

(১৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা তার জন্মভূমিতে চুপচাপ বসে

www.pathagar.com

থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহ্‌র জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমরা কি এ সুসংবাদ অন্য লোকদেরকে জানাব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আর-রহমানের আরশ-যেখান থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী)

(٢٠) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفِّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ

(مسلم)

(২০) হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, তাহলে কি আমার পূর্বকৃত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? হুযুর (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ,' তুমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে দৃঢ়তা সহকারে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হও এবং ময়দান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা না করে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ থেমে হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ওগো হে, তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করেছিলে? লোকটি বলল, হুযুর! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বকৃত যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? হুযুর (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' তুমি যদি আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হও, তাহলে তোমার যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে কারও দেনা থাকলে মাফ হবে না। এইমাত্র জিব্রাঈল (আঃ) এ কথাটি আমাকে বলে গেলেন।' (মুসলিম)

শাহাদাত

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَاعَلَى الاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ .

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ার ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যুবরণের আকাংখা পোষণ করবে। কেননা, বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صـ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَابِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ .

(২) হযরত সামুরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صـ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنْ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلاَ اَجِدُمَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ

www.pathagar.com

اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ -(بخارى)

(৩) আবু হুরাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না (অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাবে, তাদের সবাইকে) বলে আশংকা হতো, তাহলে আল্লাহ্ পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপরও পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই। (বুখারী)

(٤) عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِىَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ صـ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَلاَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الاَعْلٰى.

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। বার'আর কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী (সঃ) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী, আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করব, অন্যথায় তার জন্য অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

(٥) عَنْ جَابِرٍ رضـ يَقُوْلُ جِىْءَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ صـ وَقَدْ مُثِّلَ بِهٖ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهٖ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَا تَبْكِىْ اَوْلاَ

www.pathagar.com

تَبْكِىْ مَازَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ تُظِلُّه بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتّٰى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ -(بخارى)

(৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আব্বার লাশ নবী (সঃ) এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তার লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চক্ষু উপড়ান) করা হয়েছিল। আমি তার চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে থাকলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করল ইতিমধ্যে কোন ক্রন্দনকারিনীর ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি ক্রন্দন করছে। নবী (সঃ) বললেন, ক্রন্দন করছ কেন? অথবা তিনি বলেছিলেন, ক্রন্দন করা না। অনেক ফেরেশতা তাকে ডানা দিয়ে ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার ওস্তাদ সাদকাহকে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ জাবের কোন কোন সময় একথাও বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার আব্বাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (বুখারী)

(٦) عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صـ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ -(بخارى)

(৬) আমর ইবনে দীনার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে (রা) বলতে শুনেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বললো, আমি যদি শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করবো? নবী (সা) বললো জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো যা সে খেতেছিলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে লড়াই করলো এবং শহীদ হলো। (বুখারী)

(٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ صـ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدِبْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَايَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْقَالَ مَايَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ

www.pathagar.com

عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -(بخارى)

(৭) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খুতবা দিতে দিতে বললেন, জায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করলো, সেও নিহত হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু সেও নিহত হলো। তারপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করলো এবং বিজয় লাভ করলো। নবী (সঃ) আরো বললেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। আইয়ূব (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেন, অথবা নবী (সঃ) বলেছিলেন, তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছেন) শাহাদতের মর্যাদা লাভ না করে-এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (সঃ) এর দু চোখ দিয়ে অশ্রুগড়িয়ে পড়ছিলো। (বুখারী)

(٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهٗ اِلٰى اَحَدٍ قَدَّمَهٗ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاءِهِمْ وَلَمْ وَيُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا -(بخارى)

(৮) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ওহুদের যুদ্ধের শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিলো? কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের জানাজা পড়লেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না। (বুখারী)

(٩) عَنْ خَبَّابٍ رضـ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ وَمِنَّا مَنْ مَضٰى اَوْذَهَبَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ

www.pathagar.com

أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صـ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَجَعَلُوْا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ أَوْ قَالَ اجْعَلُوْا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الإِذْخِرِ وَمِنَّا قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا .

(৯) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। তাই আল্লাহ্‌র কাছে আমরা পুরস্কারের হকদার হয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়ায় তার কোন পুরস্কার না নিয়েই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চলে গিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদাতপ্রাপ্ত মুস'আব ইবনে উমায়ের তাদেরই একজন। একখানা পাড়বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ভিন্ন তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁকে কাফন পরানোর সময় তা দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে নবী (সঃ) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'খানা ইয়খের ঘাস দিয়ে জড়িয়ে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারী সন্দেহ) ইয়খের ঘাস দিয়ে তার পা আবৃত করো। আবার আমাদের অনেকেই (যারা হিজরত করেছিলেন) এমন আছেন, যার ফল বেশ ভালভাবে পেকেছে এবং সে এখন তা সংগ্রহ করছে। (বুখারী)

(١٠) عَنْ أَنَسٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صـ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوْهَا مَعِيَ -(بخارى)

(১০) আনাস (রাঃ) বর্ণিত যে, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত মদীনাতে উম্মে সুলাইম ব্যতিরেকে আর কোন স্ত্রীলোকের গৃহে গমন করতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তার (উম্মে সুলাইম) ভাই আমার সাথে জিহাদ ব্যাপদেশে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি। (বুখারী)

www.pathagar.com

(١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -(مسلم)

(১) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র। (মুসলিম)

আল্লাহ্র কিতাব হচ্ছে একটি আদর্শের খিওরী আর মুহাম্মদ (সঃ) হলেন সেই আদর্শের বাস্তব মডেল। ইসলামকে অনুসরণ ও বাস্তবে রূপদান করতে হলে মুহাম্মদ (সঃ) এর জিন্দেগীকে মডেল বা মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বা বাস্তব কুরআন। রাসূলুল্লাহ্র চরিত্র কেমন ছিল? এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ। কুরআনই ছিল তার চরিত্র। আর স্বয়ং কুরআনই তাঁর সাক্ষ্য।

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -(متفق عليه)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই। (বুখারী-মুসলিম)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَابُنَيَّ اَنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِّاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ -(ترمذى)

(৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) আমাকে বলেছেন, বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ গোটা যিন্দেগী) এমনভাবে অতিবাহিত করো যে, কারো প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ এবং অমঙ্গল চিন্তা

www.pathagar.com

থাকবে না। অতঃপর বললেন প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার আদর্শ। যে আমার আদর্শকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِأَةَ شَهِيْدٍ -(بيهقى)

(৪) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দ্বীনী চরিত্র বিকৃতি ও বিপর্যয়কালে আমার পদাংক অনুসরণ করে চলবে তাকে একশ' শহীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (বায়হাকী)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صـ فَقَالَ اِنِّيْ أُحِبُّكَ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ -(ترمذى)

(৫) আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বললেন আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন তুমি যা বলছো, সে বিষয়ে, আরো ভেবে দেখো। সে বললো, খোদার কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। নবী পাকের প্রশ্নের জবাবে সে ব্যক্তি তিনবার একই কথা বললো। তখন নবী-করীম (সঃ) বললেন, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে দুঃখ-দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে বন্যার পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قِرَادٍ رضـ اِنَّ النَّبِيَّ صـ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صـ مَايَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا . قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ -(مشكوة)

www.pathagar.com

(৬) আবদুর রহমান বিন আবি কারাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদিন রাসূল (সঃ) অজু করলেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁর অজুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সঃ) বললেন 'কোন জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললো 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা।' নবী (সঃ) বললেন 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবেসে পরিতৃপ্ত হয় অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে চায় তারা যেন সদা সত্য কথা বলে। সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে।' (মিশকাত)

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার ফজিলত

(١) عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

(১) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। (বুখারী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ .

(২) রসূল করীম (সঃ) বলেন অনেক পাঠকই কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন এইরূপ পাঠকদেরকে অভিসম্পাত করে।

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَمْ يَاْذَنِ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ صـ اَنْ يَّتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُبِهِ .

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন আল্লাহ্ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনেন (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেরূপ শুনেন তদ্রুপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)। অধঃস্তন রাবীর সঙ্গী (আবু সালমা) বলেছেন এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা। (বুখারী)

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ .

www.pathagar.com

(৪) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শরীফের একটি হরফ পড়বে সে ব্যক্তি দশটি নেকী পাবে।

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ .

(৫) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন সমস্ত এবাদতের মধ্যে পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত।

(٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ -(ترمذى)

(৬) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, নিশ্চয়ই যার অন্তরে পবিত্র কুরআন শরীফের কোন একটি অক্ষরও নেই সে যেন একটি খালি ঘর।

(٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدٰهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৭) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করে এবং উহার হুকুম অনুযায়ী আমল করে কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন একটি টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলো হতেও অধিক উজ্জ্বল হবে।

(٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ .

(৮) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তোমরা পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ কর নিশ্চয়ই উহা তোমাদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করবে।

তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ (بخارى-مسلم)-

(১) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, বান্দা গুণাহ্ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহ্র দিকে ফিরে

www.pathagar.com

যায় তখন আল্লাহ্ সে ব্যক্তির তাওবার দরুন ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায় (এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্ খুশী হবে। বরং আল্লাহ্র খুশী বান্দার খুশির মোকাবিলার আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস)। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَسْرَارِ بْنِ يَسَارِ الْعَمَذَنِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّى اَتُوْبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةٍ -(مسلم)

(২) হযরত আসরার ইবনে ইয়াসার আলমাজানী (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহ্র কাছে তওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশত বার তওবা করে থাকি। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِىِّ ص قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ -(ترمذى)

(৩) হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الاَشْعَرِىِّ رض عَنِ النَّبِىِّ ص قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -(مسلم)

(৪) হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের

www.pathagar.com

অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। (মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ عَنِ النَّبِىِّ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَلٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْانِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ -(مسلم)

(৫) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি জুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব, তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দোয়া করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করো আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য হতে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্য দোয়া করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুণাহ করে থাকো এবং আমি সকল গুণাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বাদর

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -(بخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে তার পূর্বের

www.pathagar.com

গুনাহসমূহ মাফ করা হয়। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَهَا فَقَدْ حَرُمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يَحْرُمُ خَيْرَهَا اِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ -(ابن ماجه)

(২) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাসের আগমনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, দেখ এ মাসটি তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হল। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তি-ই কেবল এর সুফল হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -(بخارى)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল-কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে অনুসন্ধান কর। (বুখারী)

লাইলাতুল মিরাজ

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ -(بخارى)

(১) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, মিরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ্ বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো কুরাইশদেরকে বলে দিতে থাকলাম। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ

www.pathagar.com

اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ -(بخارى)

(২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে মিরাজের রাতে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয় রূপে পরিণত করেছি"-প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঐ দৃশ্য সমূহ (স্বপ্ন নয়) চাক্ষুষ দৃশ্য ছিল। যে রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। (বুখারী)

ইসলামে হালাল ও হারাম

(١) عَنْ مِقْدَامَ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -(بخارى)

(১) হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদী কারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আঃ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ قَالَ لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادُهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَمْحُوْا السَّيِّئَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَيَمْحُوا الْخَبِيْثَ -(مشكوة)

(২) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ্ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ্ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি

www.pathagar.com

নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

(٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ نِ الْمُزَنِيْ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْاَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا

-(ترمذى)

(৩) উমার ইবনে আউফ মুযানী নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েজ নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে দেয় হালাল। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম। (তিরমিযী)

হালাল রুজি

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِىْ اَلْمَرْءُ مَااَخَذَمِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ

-(بخارى)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না। (বুখারী)

(٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

-(احمد - دارمى - بيهقى)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে মাংস হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য।

(আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

www.pathagar.com

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ وَاَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ (مسلم)-

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন পয়গাম্বরদেরকে। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।" (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, "হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার গ্রহণ কর।" অতঃপর হুজুর (সঃ) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোন পবিত্র স্থানে হাযির হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দোয়া করে আর) বলে, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সব কিছু হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দোয়া কি করে কবুল হবে! (মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ-(بيهقى)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ। (বায়হাকী)

কোরবানী

(١) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَاعَمِلَ ابْنِ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ

www.pathagar.com

الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا : (ترمذى -ابن ماجه)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, কোরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোন নেক কাজই আল্লাহ্‌র নিকটে তত প্রিয় নয় যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা। (অর্থাৎ কোরবানী করা) কোরবানীর জানোয়ার গুলো তাদের শিং পশম ও ক্ষুরসহ কিয়ামতের দিন (কোরবানী দাতার পাল্লায়) এনে দেয়া হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্‌র নিকটে সম্মানিত স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কোরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا (ابن ماجة)-

(২) রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, সামর্থ থাকতে যারা কোরবানী করে না, তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছেও না আসে। (ইবনে মাযাহ)

কাবাঘর ও তার মর্যাদা

(١) قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ مَنَامِهِ فَقَدْ رَاٰنِىْ - فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ وَلاَ بِالْكَعْبَةِ .

(১) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারণ করতে পারে না। (মোজাম)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِىْ حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُوْرًا .

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ্ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ

www.pathagar.com

غَفَرَلَه ذُنُوْبَهٗ كُلَّهَا .

(৩) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে। তার গুনাহ্ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।

দরূদ শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা

(১) রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে দশটি রহমত দান করেন, তার দশটি গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেন, এবং তার মর্যাদা দশ স্তর বৃদ্ধি করে দেন। (নাসায়ী)

(২) রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

(৩) রাসূল (সঃ) বলেছেন, কেহ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ পাক তা আমার রুহে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর আমি তার সালামের জবাব প্রদান করি। (আবু দাউদ)

(৪) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ পাঠ করে আমি তা শ্রবন করি এবং যে দূরে হতে দরুদ প্রেরণ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। (বায়হাকী)

কয়েকটি বরকতপূর্ণ দরূদ শরীফ

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -(مسلم)

(১) হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও

www.pathagar.com

তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

(٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ .

(২) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যিনি সাধারণের ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে, তাঁর উপর রহমত অবতীর্ণ কর।

দরূদে শিফা درود شفاء

(٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ .

(৩) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর মানুষের সকলপ্রকার রোগ, ঔষধ ও আরোগ্যের সংখ্যা পরিমাণ রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

দরূদে তুনাজ্জিনা (বিপদ মুক্তির দরূদ) درود تنجينا

(٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ .

(৪) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর নানাভাবে রহমত অবতীর্ণ কর এবং এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাদেরকে সমুদয় বিপদাপদ হতে মুক্তি দাও এবং আমাদের সমুদয় বাসনা পূর্ণ কর, সমস্ত পাপ কার্য হতে আমাদেরকে পবিত্র রাখ এবং আমাদেরকে তোমার নিকট সম্মানের উচ্চস্তরে স্থান দান কর এবং আমাদেরকে ইহ-পরকালে সর্বপ্রকার মঙ্গলের শেষ সোপানে পৌছিয়ে দাও, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী, তোমার নিজ অনুগ্রহে (আমার উপরোক্ত) বাসনাগুলো পূর্ণ কর।

www.pathagar.com

তাহারাত

পবিত্রতা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ -(مسند احمد)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রস্রাবই বেশীর ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

(মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -(ترمذى)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই কবুল হয় না।

(তিরমিযী)

(٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صـ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ (متفق عليه)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোন বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হচ্ছে, অথচ উহা হতে বেচে থাকা কঠিন ছিল না) এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে বেচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোন চেষ্টাই করিত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করত। (বুখারী, মুসলিম)

অযু

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ

www.pathagar.com

اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ -(بخارى - مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির অযু ভঙ্গ হয়েছে, অযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوَضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ -(بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখ মন্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ
-(بخارى -مسلم)

(৩) হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতে ও। (বুখারী, মুসলিম)

গোছল

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَّمْ يُنْزِلْ
-(بخارى مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (অর্থাৎ মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোছল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোছল ফরজ হয়। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا -(بخاوى، مسلم)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সঃ) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোছল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং নামাজের অযুর ন্যায় অযু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোছল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গিয়েছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এবং রাসূল (সঃ) একই পাত্র হতে গোছল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنَ الْغُسْلِ اِذَا احْتَمَلَتْ قَالَ لَهُمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا -(متفق عليه)

(৩) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, একদা উম্মে সুলাইম আনসারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আল্লাহ কখনও হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমি লজ্জা ফেলে জিজ্ঞেস করছি) স্ত্রী লোকের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল ফরজ হবে? হুজুর (সঃ) বললেন হ্যাঁ, যখন সে (ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখবে। একথা শুনে হযরত উম্মে সালমা লজ্জায় মুখ আবৃত করে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স্ত্রী লোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? হুজুর বললেন হ্যাঁ, তুমি কেমন কথা বলছ। তা না হলে সন্তান কি করে মায়ের মত হয়? (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنِّي امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ

www.pathagar.com

رَأْسِي اَفَانْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ -(مسلم)

(৪) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরকে (সঃ) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি তা খুলে ফেলব? হুজুর বললেন না, তুমি তোমার মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِيْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ اِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ-(بخارى، مسلم)

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সঃ) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্র হতে গোছল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ (লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়) বেঁধে নিতাম এবং হুজুর (সঃ) আমার সঙ্গে (গায়ে লাগিয়ে) একত্রে শুইতেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صِ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ اِمْرَاَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صِ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانُكَ بِاَعْلَاهَا -(موطا امام مالك)

(৬) যায়িদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী থাকে তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। হুজুর (সঃ) বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নাও। অতঃপর তোমার জন্য কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

(٧) عَنْ نَافِعٍ رض عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ رض زَوْجِ النَّبِيِّ صِ يَسْاَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ

www.pathagar.com

حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ اِزَارَهَا اِلٰى اَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا اِنْ شَاءَ (موطا امام مالك)-

(৭) হযরত নাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লা বিন উমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)র কাছে একথা জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন যে, হায়েয অবস্থায় পুরুষ কি তার স্ত্রীর সাথে মুবাসারাত করতে পারে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সে যেন (স্ত্রী লোকটি) তার নীচের দিকে শক্ত করে কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর যেন পুরুষ লোকটি তার সাথে মুবাসারাত করে। (মোয়াত্তা)

তায়াম্মুম

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ -(مسلم)

(১) হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয় সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নামাজে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফিরিশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদতুল্য করা হয়েছে। আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِيْ ذَرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ -(مسند احمد، ترمذى، ابو داؤد)

(২) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম-দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই যেন সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মেসওয়াক

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অজুতে মেসওয়াক করা সুন্নত। অন্য সময় মেসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের পীড়া হতে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহ্বা পরিস্কার রাখা অপরিহার্য। মেসওয়াক করার উপরে হুজুর (সঃ) অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মেসওয়াকেই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মত এবং লম্বায় এক বিঘাত হওয়া বাঞ্চনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাস এবং পাক বস্তুর টুথপেষ্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোন দোষ নেই। মেসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَكُلِّ صَلٰوةٍ (متفق عليه)-

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের উপরে মাত্রারিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার নিয়ত যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদের কে নির্দেশ দিতাম এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাজে মেসওয়াক করার। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِى قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رضـ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ -(مسلم)

(২) হযরত শুরাই বিন হানি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর (সঃ) ঘরে ঢুকে প্রথম কোন কাজটি করতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রথম মেসওয়াক করতেন।
(মুসলিম)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صـ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ -(متفق عليه)

(৩) হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিস্কার করে নিতেন।
(বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

শিক্ষা

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ -(ابن ماجه)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরয। (ইবনে মাযাহ)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ -(ابن ماجه)

(২) 'হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে ইলম রাখা শুকরের কণ্ঠে জওহার মোতি ও স্বর্ণের হার ঝুলানোর ন্যায়।' (ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -(ترمذى، ابن ماجه)

(৩) 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, একজন ফকীহ অর্থাৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তিশালী ব্যক্তি শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের তুলনায় বেশী ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -(دارمى)

(৪) 'হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথেই থাকে। (তিরমিযী, দারেমী)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -(ترمذى)

www.pathagar.com

(৫) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে দু'টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে পারে না। উহার একটি হচ্ছে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান উপলব্ধি। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ -(ترمذى)

(৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, (কামেল) মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর জান্নাত তার চূড়ান্ত মনযিল না হওয়া পর্যন্ত ইলমের কথা শোনায় তার তৃপ্তি মেটে না (যত শোনে ততই তার শোনার আগ্রহ বেড়ে যায়)। (তিরমিযী)

(٧) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْىِ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ -(دارمى)

(৭) হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলমের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু পরোয়ানা উপস্থিত হয়, জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে একটি ধাপই ব্যবধান থাকবে। (দারেমী)

(٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ تُدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا -(دارمى)

(৮) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমে দ্বীনের পারস্পরিক আলোচনা করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী)

(٩) عَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِىِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى -(ترمذى-دارمى)

(৯) হযরত ছাখবারা আযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

(সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অন্বেষণ করে উহা তার পূর্বকৃত গুণাহের জন্য কাফ্ফারা হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(١٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (ترمذى ـ ابن ماجه)

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। যে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী।' (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(١١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ -(مسلم)

(১১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের আমল বাকী থেকে যায় (১) সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ এমন দান সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে। (২) এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং (৩) এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

(١٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -(مسلم)

(১২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, স্বর্ণ রৌপ্যের খনির ন্যায় মানুষও একটি খনি বিশেষ। জাহেলী যুগে উহাদের মধ্যে যারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও ইসলামের গভীর জ্ঞান উপলব্ধি লাভ করার কারণে তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। (মুসলিম)

(١٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَاحَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ

www.pathagar.com

حكمة فهو يقضي بها ويعلمها -(متفق عليه)

(১৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলেছেন, কোন ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে, উহা হল কোন লোককে আল্লাহ্‌তায়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে উহা সত্য পথে ব্যয় করার জন্য নিয়োজিত করেছে। আর কোন লোককে আল্লাহ্‌তায়ালা হিকমত দান করেছেন, সে উহা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং অপর লোককে শিখায়। (বুখারী, মুসলিম)

(١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (مسلم)-

(১৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে বেহেশতের পথ সুগম করে দিবেন। আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহ্‌র ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং তার উপর শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহ্‌র তরফ হতে) এক মহা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আর ফেরেশতারা তাদের মজলিসকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন আর যার আমল পিছন দিকে টানবে, বংশ গৌরব তাকে আগে বাড়াতে পারবে না।' (অর্থাৎ ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য হল ইলম অনুসারে আমল করা।' সুতরাং যে আমল করবে না তার ইলম কিংবা বংশ মর্যাদা তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌছাতে পারবে না। (মুসলিম)

(١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ، فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنَ

www.pathagar.com

صَاحِبِهِ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ. وَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ فِيْهِمْ -(دارمى)

(১৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা আল্লাহ্র নবী মসজিদে নববীতে এসে দুটি দল দেখতে পেলেন। (তন্মধ্যে একটি দল ইলম চর্চা করতেছিল এবং অন্য দলটি আল্লাহ্র যিকির ও দোয়ায় মশগুল ছিল)। হুযুর (সঃ) বললেন, উভয় দলই ভাল কাজে লিপ্ত। একটি দলতো আল্লাহ্র যিকির ও দোয়ার মশগুল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এদেরকে (এদের আকাঙ্খিত বস্তু) দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আর ঐ দ্বিতীয় দলটি ইলম চর্চা করছে এবং অজ্ঞ লোকদেরকে তালীম দিচ্ছে। সুতরাং এই দলটিই উত্তম। কেননা আমাকেও শিক্ষক করে পাঠান হয়েছে। এই বলে হুযুর (সঃ) দ্বিতীয় দলটিরই সঙ্গে বসে গেলেন। (দারেমী)

(١٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رض قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ص رَجُلَانِ اَحَدُهُمْ عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنٰكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ -(ترمذى، دارمى)

(১৬) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) এর কাছে এমন দুই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হল, যার মধ্যে একজন ছিলেন আবেদ এবং অন্যজন ছিলেন আলেম। (অর্থাৎ এই মর্মে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এদের উভয়ের মধ্যে মর্যাদার দিক দিকে কে উত্তম।) হুযুর (সঃ) বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমি যে মর্যাদার অধিকারী, উক্ত আলেম ব্যক্তি ও উক্ত আবেদ ব্যক্তির তুলনায় অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর হুযুর (সঃ) বললেন, স্বয়ং আল্লাহ্, ফিরেশতাগণ ও আসমান যমীনের অধিবাসীরা এমনকি ভূগর্ভ মধ্যস্থ পিপীলিকা ও (পানির ভিতরের) মৎস্য পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করে, যে লোককে কল্যাণকর ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকে। (তিরমিযী, দারেমী)

www.pathagar.com

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ -(ترمذى)

(১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা ফরায়েজ ও কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে উহা শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে অতিসত্বরই উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ مَالِكٍ رض اَنَّهٗ بَلَغَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ (موطا امام مالك)

(২) ইমাম মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তার কাছে, এই মর্মে খবর পৌছেছে যে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষের নৈতিক-গুণ মাহাত্মকে পূর্ণতার স্তরে পৌছিয়ে দেয়ার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।' (মোয়াত্তা-ইমাম মালেক)

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ اٰخِرُ مَاوَصّٰنِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ (موطا امام مالك)-

(৩) হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেছেন, আমাকে (শাসক হিসেবে ইয়ামানে পাঠাবার সময়) ঘোড়ার রেকাবে পা রাখা অবস্থায় হুযুর (সঃ) শেষ উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে মোয়ায! লোকের সামনে স্বীয় সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা পেশ করবে। (মোয়াত্তা-ইমাম মালেক)

(٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا -(بخارى، مسلم)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি-ই সবচেয়ে উত্তম যে চরিত্রের দিকে দিয়ে উত্তম।' (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ مِنْ

www.pathagar.com

اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে সেই লোকটি-ই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম।' (বুখারী)

(٦) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضـ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَنِ الْبِرِّ وَالاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -(مسلم)

(৬) 'হযরত নোয়াস ইবনে সাময়ান (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহ্র নবীকে পাপ ও পূণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। (যে তা কি?) হুযুর (সঃ) জওয়াব দিলেন, উত্তম চরিত্র-ই হল পূণ্য। আর যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকের কাছে তা প্রকাশ হওয়াকে তুমি পছন্দ কর না তা হলো পাপ।' (মুসলিম)

(٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْقَدْ عَصٰى -(مسلم)

(৭) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করল তারপর তা ঢেকে দিল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (মুসলিম)

বিজ্ঞান

(١) عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ : (بخارى - مسلم)

১) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করে থাকেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ

www.pathagar.com

ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا : (ترمذى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা ঈমানদার ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সে সম্পদ যে যেথায় পাবে, সে-ই হবে উহার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

মোআমালাত

সালাম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হুয়ায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের কে এমন কথা বলব না। যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ -(احمد، ترمذى، ابوداود)

(২) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

(٣) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ (ترمذى)-

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কথা বার্তা বলার আগেই সালাম করতে হয়। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

(٤) عَنْ قَتَادَةَ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهٗ بِالسَّلَامِ -(بيهقى)

(৪) হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে। (বায়হাকী)

ঋণ পরিশোধ

(١) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ -(مسلم)

(১) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনের দুঃখ কষ্ট হতে বাঁচতে চায় সে যেন দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়, অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ اُوْتِىَ النَّبِيُّ صـ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوْا نَعَمْ هَلْ تَرَكَ لَهٗ مِنْ وَّفَاءٍ؟ قَالُوْالَا ، قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ عَلِيٌّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَىَّ دَيْنُهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ص فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ -(شرح السنه)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে এক মৃত ব্যক্তিকে হাযির করা হল। উদ্দেশ্য হল নবী করীম (সঃ) তার নামাযে জানাযা আদায় করবে। হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ সঙ্গীর কাছে কারো কোন কর্য আছে কি? লোকেরা বললো, হাঁ। হুযুর (সঃ) বললেন কর্য পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ কি সে রেখে গিয়েছে? লোকেরা বললো, "না" হুযুর (সঃ) বললেন, তাহলে তোমাদের সঙ্গীর জানাযা আদায় কর। (আমি পড়ব না) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (সঃ)! আমি এর দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অতঃপর হুযুর (সঃ) অগ্রসর হয়ে তার নামাযে জানাযা আদায় করলেন। (শরহে সুন্নাহ)

www.pathagar.com

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ -(مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ একমাত্র দেনা ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ -(بخارى)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার ইচ্ছা নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে আত্মসাৎ করার মনোভাব নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেন। (বুখারী)

ওয়াদা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ - (متفق عليه)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (متفق عليه)

www.pathagar.com

(২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিফাকের খাসলত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে-যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বর্জন করে। সেগুলো হল (১) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে, (২) কথা বললে, মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী, মুসলিম)

আমানতদারী

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ : (احمد)

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোন কোন জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতের হেফাযত, (২) সত্য ভাষণ, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিযিক। (আহমদ)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ : (ترمذى – ابو داؤد)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যবসা

(١) عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ رضـ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ –(مشكوة)

www.pathagar.com

(১) হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? হুযুর (সঃ) বললেন, মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। (মেশকাত)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -(ترمذى)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কারবারের দুই অংশীদারের কোন একজন যে পর্যন্ত খেয়ানতে লিপ্ত না হয় সে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই অবস্থান করি। কিন্তু তাদের কেউ যখন খেয়ানত শুরু করে, তখন আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করি। অন্য এক বর্ণনা মতে তখন তাদের মাঝখানে শয়তান এসে যায়। (আবু দাউদ)

শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ

(١) جَاءَ اَعْرَبِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صـ اَوَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ خَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -(بخارى - مسلم)

(১) একদা একজন বেদুঈন মহানবী (সঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল আপনারা কি শিশুদেরকে চুম্বন করেন? আমরা কিন্তু তাদেরকে চুমা দেই না। তখন মহানবী (সঃ) বললেন, মহান আল্লাহ্ পাক যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নিয়ে যান আমি তার কি করতে পারি? (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَبَّلَ النَّبِىُّ صـ اَلْحَسَنَ ابْنَ عَلِىٍّ رضـ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ -(بخارى-مسلم)

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) হাসান ইবনে আলীকে চুমো খেলেন। তা দেখে আকরা ইবনে হাবিস বললেন, আমার তো দশটি সন্তান আছে। কিন্তু তাদের একজনকেও চুমো খাইনি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জবাবে বললেন, যে অন্যের প্রতি স্নেহ মমতা করে না তার প্রতিও স্নেহ মমতা করা হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلصِّبْيَانُ مِنْ رَّيْحَانِ اللّٰهِ -(ترمذى)

(৩) রাসূল (সঃ) বলেছেন, শিশুরা আল্লাহ্র ফুল। (তিরমিযী)

সৃষ্টির সেবা

স্রষ্টার ইবাদতের পরে যে কাজ ইসলামে অধিক গুরুত্ব রাখে তা হচ্ছে সৃষ্টির সেবা। অর্থাৎ সমাজের আশ্রয়হীন দুর্বল ও অসহায় লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ইবাদতের একটি শ্রেণীবিভাগ। সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে হাদীস শরীফে রাসূল (সঃ) বলেন।

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ (بيهقى)-

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, গোটা সৃষ্টিকূল আল্লাহ্র পরিবার। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِىْ السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ (بيهقى)-

www.pathagar.com

(২) সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন। সফরে দলনেতা তাদের খাদেম। যে ব্যক্তি খেদমত করে তাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে-কোন ব্যক্তিই অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে শহীদের মর্যাদা সৃষ্টির সেবাকারীর মর্যাদার অনেক উর্ধ্বে। (বায়হাকী)

রুগীর হক

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ -(بخارى)

(১) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিবে, রোগীর পরিচর্যা করবে এবং বন্দীকে মুক্ত করে দিবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهُ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ تَعُوْدُهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুসলমানের একের উপর অন্যের ছয়টি হক রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র নবী! সেগুলো কি? রাসূল (সঃ) বললেন যখন তুমি কোন মুসলমানের দেখা পাবে, তখন সালাম দিবে। যখন কেহ তোমাকে দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল করবে। কেউ উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দিবে। হাঁচি দিয়ে যখন "আলহামদুলিল্লাহ্" বলে তুমি তার জওয়াবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ্" বলবে। রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাবে। আর কেহ মরে গেলে তার জানাযা ও দাফনে শরীক হবে। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا

www.pathagar.com

مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَّهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ -(مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি করে রোগাক্রান্ত হলে যে আমি তোমার সেবা করতে আসব অথচ তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দার পীড়িত হওয়া সম্পর্কে তুমি অবগত ছিলে, অথচ তুমি তার সেবা করতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তার সেবা করতে যেতে, তাহলে আমাকে তুমি সেখানে পেতে। (মুসলিম)

পশু-পাখির হক

(١) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَنْظَلِيَّةَ رضـ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بِبَعِيْرٍ قَدْ اُلْحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهٖ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً -(ابو داؤد)

(১) হযরত সোহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (ক্ষুধায়) যার পেট-পিট এক হয়ে গিয়েছিল। হুযুর (সঃ) বললেন, এ বাকহীন পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা উত্তম অবস্থায় এর উপর আরোহন করবে এবং উত্তম অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিবে। (অর্থাৎ সুস্থ সবল অবস্থায় এর উপর আরোহন করবে এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ার পূর্বেই পিঠ হতে অবতরণ করবে)। (আবু দাউদ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوْا الاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন। প্রাচুর্যের পথে তোমরা যখন সফর করবে। তখন তোমরা তোমাদের উটগুলোকে মাটি থেকে তার হক (ঘাস-পানি) নিতে অবকাশ দিবে। আর তোমরা যখন

www.pathagar.com

অজন্মার সময় (ঘাস-পানিবিহীন এলাকা হতে) সফর করবে, তখন তড়িৎ উটগুলোকে চালাবে। যাতে উটগুলো পথিমধ্যে ঘাস পানির অভাবে কষ্ট না পায় এবং মনযিলে পৌঁছে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। (মুসলিম)

সামাজিক সম্পর্ক

পিতা-মাতার হক

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কি? হুযুর (সঃ) বললেন সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

(٢) عَنْ ابِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صـ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ -(بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুযুর (সঃ) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুযুর (সঃ) বললেন তোমার মা! লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুযুর (সঃ) এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সঃ) জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَوَاَدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ

www.pathagar.com

وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ .

(৩) হযরত মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া, তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صـ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম(সঃ) এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার পিতা মাতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صـ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আছে। হুযুর (সঃ) বললেন তবে তাদের দুজনের মধ্যে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত কর। (বুখারী)

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ يَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ -(بخارى)

(৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)

www.pathagar.com

বলেছেন, কবীরা গুণাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাহ হলো-কোন লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতামাতার উপর লা'নত করতে পারে? হুযুর (সঃ) বললেন একজন অপরজনের ব্যাপারে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। (বুখারী)

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صـ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهٗ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَّقْضِيَهٗ عَنْهَا

-(بخارى -مسلم)

(৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, সাআদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সঃ) এর নিকট তার মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন-যে মান্নত পুরা করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবী করীম (সঃ) ফতোয়া দিলেন। তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

(٨) عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ رضـ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صـ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ صـ فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهٗ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوْا هِيَ اُمُّهُ الَّتِيْ اَرْضَعَتْهُ

-(ابو داؤد)

(৮) হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সঃ) কে জারয়ানা নামক স্থানে গোশ্‌ত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি কে? লোকেরা বললো ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

(٩) عَنْ اَبِيْ اُسَيْدِنِ الصَّاعِدِيِّ رضـ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اِذْ جَاءَهٗ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ هَلْ بَقِيَ مِنْ اَبَوَيَّ شَيْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَاتُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا -(ابو داؤد)

www.pathagar.com

(৯) হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন একদা আমরা রসূল (সঃ) এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে হুযুর (সঃ) কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! পিতা মাতার ইন্তেকালের পরেও কি তাদের হক আমার উপর আছে, যা পূরণ করতে হবে? হুযুর (সঃ) বললেন, হাঁ তাদের জন্য দোয়া ইস্‌তেগফার করবে, তাদের কোন অসীয়ত থাকলে তা পূরণ করবে, পিতৃ ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে। (আবু দাউদ)

(١٠) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ –(ابن ماجه)

(১০) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলল হে আল্লাহ্ রাসূল, সন্তানের উপর পিতা মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন তারা তোমার বেহেশত ও দোজখ। (ইবনে মাজা)

প্রতিবেশীর হক

(١) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَازَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ –(بخارى – مسلم)

(১) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) নিয়তই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা জন্মেছিল হয়ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তিতে হকদার (ওয়ারেছ) করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ –(بخارى مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (সাহাবাদের মজলিসে) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (এমন

www.pathagar.com

হতভাগ্য) লোকটি কে? হুযুর (সঃ) বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ نَافِعٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ-(ادب المفراد)

(৩) নাফে (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত (১) প্রশস্ত বাসস্থান (২) সৎ প্রতিবেশী ও (৩) চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আদাবুল মুফরাদ)

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ -(بيهقى)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে ভক্ষণ করে, আর তার-ই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী)

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صـ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ اَسَأْتَ -(ابن ماجه)

(৫) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট আরয করলো হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানবো? নবী করীম (সঃ) বললেন যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করছো, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করছো। আর যখন প্রতিবেশী বলবে তুমি মন্দ করছো তবে মনে করবে ঠিকই তুমি মন্দ কাজ করছো। (ইবনে মাজাহ)

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِيْ - قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا -(بخارى)

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, এর

www.pathagar.com

মধ্য হতে কাকে আমি হাদীয়া প্রেরণের ব্যাপারে প্রাধান্য দিব? হুযুর (সঃ) বললেন, দরজার দিক দিয়ে যে বেশী তোমার নিকটবর্তী। (বুখারী)

(٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَارَانِ -(مشكوة)

(৭) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে দু'ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। (মিশকাত)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا - قَالَ هِىَ فِى النَّارِ- قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ فَاِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلَاتُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ .

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল অমুক স্ত্রী লোকটি অধিক নফল নামায, অধিক নফল রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদিগকে জিহবা দ্বারা কষ্ট দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। সে আবার আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে নফল নামায কম পড়ে, নফল রোযা কম রাখে এবং কম দান করে কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে জান্নাতবাসীনী। (মিশকাত)

(٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا طَبَخْتَ حَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ -(مسلم)

(৯) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোজ খবর নিতে পার। (মুসলিম)

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَانِسَاءَ

www.pathagar.com

الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

(بخاری – مسلم)–

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন হে মুসলিম রমণীরা! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়ীতে সামান্য বস্তু পাঠানকে তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তা যদি বকরীর পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী, মুসলিম)

আত্মীয় স্বজনের হক

(১) عَنْ عَائِشَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ –(بخاری)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহ্মানের সাথে মিলিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকি। আর যে লোকে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

(২) عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ رضـ اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صـ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

(২) হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(৩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَلَهُ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ –(مسلم)

(৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম)

(৪) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رضـ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لاَتَنْزِلُ الرَّحْمَتُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ

(بیهقی شعب الایمان)–

www.pathagar.com

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিআওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

(٥) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْرٰى اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ -(ترمذى، ابو داؤد)

(৫) হযরত আবু বাকরাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, এমন গুনাহ্ যেই গুণাহের অপরাধী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক আখরাতে উহার শাস্তি জমা রাখা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাকে তাড়াতাড়ি আযাব দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হতে আর কোন গুণাহ সেই সাজার অধিক উপযুক্ত নহে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ (بخارى- مسلم)-

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেছেন رحم আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলেন, 'যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ্ তাকে মিলিয়ে রাখুন, এবং যে আমাকে কেটে দিবে আল্লাহ্ তাকে কেটে দিন'। (বুখারী, মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -(مسلم)

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধনের মিল রাখি। আর তারা আমার সাথে সেই বন্ধন কেটে দেয়। আর আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, এবং তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি

www.pathagar.com

সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, আর তারা আমার সাথে মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যদি ঘটনা এমন হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করতেছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্য্যের আগুনে তাদেরকে শেষ করে দিবে। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই অবস্থার উপর থাকবে। (মুসলিম)

পর্দা

(١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفْ بَصَرَكَ -(مسلم)

(১) হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? হুযুর (সঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।' (মুসলিম)

(٢) عَنْ بُرَيْدَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لَاتُتْبِعِ النَّظْرَ فَاِنَّكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ -(احمد ترمذى)

(২) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন- 'হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)। (আবু দাউদ)

(٣) عَنِ النَّبِىِّ صـ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ امْرَاَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِىْ عَيْنَيْهِ اَلْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

(৩) নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

(٤) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا

www.pathagar.com

خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -(ترمذى)

(৪) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়।' (তিরমিযী)

(٥) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ وَمَيْمُوْنَةَ اِذَا اَقْبَلَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفَعَمْيَا وَاِنْ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

-(احمد، ترمذى، ابو داؤد)

(৫) 'উম্মুল-মুমেনীন হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) রসূল (সঃ)-এর নিকট বসাছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। হুযুর (সঃ) হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) কে বললেন, তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! লোকটিতো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ঃ

(٦) اِنَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَمِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ .

(৬) দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দেব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

(٧) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا .

www.pathagar.com

(৭) কোন মুসলমানের দৃষ্টি পড়বে কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের উপর, অতঃপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ তার ইবাদতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ)

(৮) নবী করীম (সঃ) এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) একবার মিহি কাপড় পড়ে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সঃ) বললেন, 'হে আসমা। সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহাছাড়া শরীরের দেখান কোন অংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েজ নেই।' এই বলে নবী (সঃ) তার মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (ফাতহুল কাদীর)

(৯) হাফসা বিন্‌তে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে হাজির হলেন, তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

(১০) নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর যারা কাপড় পড়ে ও উলঙ্গ থাকে।

(১১) হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'নারীদের এমন আঠসাঠ কাপড় পড়তে দিওনা যাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুটিত হয়ে পড়ে।'

(১২) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, 'সাবধান! নিভৃত নারীদের নিকটে যেওনা, 'জনৈক আনসার বললেন 'হে আল্লাহ্‌র রসুল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' নবী করীম (সঃ) বললেন 'সেতো মৃত্যুর সমান'। (বুখারী, মুসলীম, তিরমিযী)

(১৩) 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যেওনা, কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে।' (তিরমিযী)

আমর বিন আস বলেন, 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যেতে নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী)

(১৪) আজ থেকে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট না যায় যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দুইজন লোক না থাকে। (মুসলিম)

ইসলামে নারীর অধিকার

(১) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا

www.pathagar.com

خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ -(ترمذى، دارمى)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে। তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে।(অর্থাৎ তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না) (তিরমিযী, দারেমী)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ -(ترمذى)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযী)

(٣) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يَهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهٗ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ جَائَتْنِىْ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَاةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صـ فَحَدَّثْتُهٗ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -(بخارى، مسلم)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্না

www.pathagar.com

মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় এসেছিল কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খোরমা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে দিলাম। মহিলা খোরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেল না। অতঃপর সে চলে যাওয়ার পর পরই নবী করীম (সঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি আদ্যপান্ত বললাম হুযুর (সঃ) শুনে বললেন যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছে, অতঃপর সে কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোযখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَاْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(৫) নাবীত ইবনে শুরাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেখানে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানায় ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মুজামুস সগীর)

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ -(اداب المفرد)

(৬) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিলো। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

www.pathagar.com

(٧) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضـ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـــ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ -(ابو داؤد)

(৭) হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) তার পিতা মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তার অধিকার হলো যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না, গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না। (আবু দাউদ)

অমুসলিমের অধিকার

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْاَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابو داؤد)-

১। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্র আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো। (আবু দাউদ)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(২) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর জুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দেবে-করতে বাধ্য করবে। কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাড়াব।

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন-

(٣) وَجَعَلْتُ لَهُمْ اَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ اَوْاَصَابَتْهُ اٰفَةٌ مِنَ

www.pathagar.com

الآفَاتِ اَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ وَصَارَ اَهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ وَعِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِيَالِهِ مَا اَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ دَارِ الاِسْلاَمِ -

(৩) এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পরে, অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতেই করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।

অসীয়ত

(١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ مَّاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَّاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَّمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَّمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهُ

(ابن ماجه)-

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশের) অসীয়ত করে মারা গেল, সে সিরাতুল মুস্তাকিম ও সুন্নত তরীকার উপর মারা গেল, পরহেজগারী ও শাহাদতের উপর মারা গেল। সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। (ইবনে মাযাহ)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(ابن ماجه)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারেছকে তার মীরাস হতে বঞ্চিত করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মীরাস হতে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাযাহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَخَاءً فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ

www.pathagar.com

تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমি মুমিনদের কাছে তাদের জান হতে ও প্রিয়। সুতরাং কোন মুমিন ব্যক্তি যদি দেনা রেখে মৃত্যু বরণ করে, আর তা পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। কিন্তু সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার উত্তরাধিকার। (বুখারী, মুসলিম)

বিবাহ

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ وِجَاءٌ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না। তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (بخارى-مسلم)-

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ -(مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ)

www.pathagar.com

বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নেককার বিবি। (মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -(ترمذى، نسائى، ابن ماجه)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। (১) ঐ খতদাতা ব্যক্তি, যে তার খতের মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে। (২) সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (৩) সেই মুজাহিদ যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)

(٥) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَايَدْعُوْا اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -(ابو داؤد)

(৫) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

বিবাহের মোহর

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْابِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ (بخارى-مسلم)

(১) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِى اَنْ لَّا يُؤَدِّيَهٖ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَّانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لَّا يَقْضِيَهٖ فَهُوَ سَارِقٌ.

(২) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোন

www.pathagar.com

ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُ الصَّدَقِ اَيْسَرُهُ -(نيل الاوطار)

(৩) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মোহর-ই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওতার)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ *

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে, নিজের ইজ্জত আবরুর হেফাযত করবে এবং স্বামী অনুগত থাকবে। বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার তার থাকবে। (মিশকাত)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ -(نسائى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল যে, মহিলাদের মধ্যে কোন মহিলাটি সবচেয়ে উত্তম? হুযুর (সঃ) বললেন, ঐ মহিলাটি, যার দিকে দৃষ্টি করে স্বামী আনন্দ পায়; যাকে কোন হুকুম করলে সে তা মান্য করে এবং স্বামীর মন মত নয়, এমন কোন কাজ সে নিজের কিংবা নিজের সহায়-সম্পদের ব্যাপারে করে না। (নাসাঈ)

(٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ -(ترمذى)

(৩) হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করে, সে অনায়াসে বেহেশতে প্রবেশ

www.pathagar.com

করবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ (بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শয়নের বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী রাত্রিভর স্ত্রী উপর অসন্তুষ্ট থাকে, ভোর পর্যন্ত ফিরেশতারা সে নারীকে লা'নত করতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরকালের ছওয়াবের নিয়তে যখন কোন ব্যক্তি আপন পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সদকা স্বরূপ হয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদকা বা দান করে যেভাবে মানুষ ছওয়াবের অধিকারী হয়, উপরোক্ত ব্যক্তিও নেক নিয়তের ফলে আপনজনের প্রয়োজনে ব্যয় করেও অনুরূপ ছওয়াবের অধিকারী হবে।) (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ الْجُشَمِىِّ رضـ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صـ فِىْ حَجَّةِ الْوَادَعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *

(৬) হযরত আমর ইবনে আহওয়াস হাশমী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জের দিন প্রথমত নবী (সঃ) কে হামদ-ছানা পাঠ করতে, তৎপরে জনতাকে উদ্দেশ্য করে ওয়ায-নসীহত করতে এবং শেষে এ কথা বলতে শুনেছিলেন যে, হে জনমন্ডলী! তোমরা মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের মহিলারা সংসারে বন্দিনীর ন্যায় তারা প্রকাশ্যে তোমাদের অবাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে কঠোরতা করতে পার না।

www.pathagar.com

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আজল হচ্ছে একটি পদ্ধতি। আর আজল হল, স্ত্রী সংগমকালে চরমানন্দের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গকে স্ত্রী অঙ্গ থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করা।

অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্য প্রবেশ করতে না দেয়া যেমন সংগমের পূর্বে পুরুষাঙ্গে কনডম ব্যবহার করে স্ত্রী সংগম করা।

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ اَنَّهُ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَامِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ -(مسلم)

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আজল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর?? তোমরা কি এরূপ কর??? কিয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَامِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْئٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْئٌ -(مسلم)

(২) আবু সাঈদ খুদরী (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই উহা রোধ করতে পারে না। অর্থাৎ আজল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আজল করতে চাও? (মুসলিম)

www.pathagar.com

সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মসমূহ

যুলুম

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ لاَتَظْلِمُوْا اَلاَ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ -(بيهقى)

(১) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা যুলুম করবে না। সাবধান! সন্তুষ্টি মনে এজাযত দান ব্যতীত কারো মাল কারো জন্য হালাল হবে না। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اِنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الاِسْلاَمِ -(بيهقى)

(২) হযরত আওস ইবনে সুরাহবীল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি যালিমকে যালিম বলে জানা সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে। সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

(٣) عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জুলুম করে অপরের এক বিঘৎ জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ

www.pathagar.com

ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ –(بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমার মুসলমান ভাই যালেম হোক, কিংবা মযলুম হোক; তাকে তুমি সাহায্য করবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন; হে আল্লাহর নবী! মযলুমকে তো আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যালেমকে আমি কি করে সাহায্য করব? হুযুর (সঃ) বললেন, তুমি তাকে যুলুম হতে বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার জন্য তাকে সাহায্য করা। (বুখারী, মুসলিম)

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ

(১) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِى؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ مُتَاَثِّلاً مِّنْ مَّالِهِ مَالاً.

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে, আমি কোন্ কোন্ অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুজামুস-সগীর)

(২) اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صـ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَيْئٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَاَثِّلٍ –(ابو داؤد)

(২) একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে নিবেদন করলো, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক। আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি? তিনি বললেন হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারো যে অপব্যয় করবে না, তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

(৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِجْتَنِبُوْا

www.pathagar.com

السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -(متفق عليه)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল সেগুলো কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া (৬) জিহাদ হতে পালিয়ে যাওয়া (৭) সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা (বুখারী, মুসলিম)

সুদ ও ঘুষ

(١) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ -(متفق عليه)

(১) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَه هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا-(ابو داود)

(২) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করলো আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করলো, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ)

www.pathagar.com

বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ لَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ -(مسند احمد)

(৪) আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে সমাজে জ্বেনা-ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٥) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدَى اِلَيْهِ اَو حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهُ لاَيَقْبَلْهَا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَالِكَ .

(৫) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেনো তার তোহফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজা)

(٦) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَّاَوَّلُ رِبًا لِضِعُ رِبَانَا . رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ .

(৬) জাহিলিয়াতের সূদী কারবার রহিত করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি রহিত করছি আমাদের নিজেদের অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদী কারবার, তা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেল।

(٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَةَ دِرْهَمُ رِبًا يَاْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً -(مسند احمد)

(৭) যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ

www.pathagar.com

বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন।

(٨) اَلرِّبَا ثَلَاثٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا وَاَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ وَاَنْ يُّوبِىْ اَلرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

(৮) সূদের তিয়াত্তরটি দরজা। তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সর্বোচ্চ সূদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ।

মদ, জুয়া, লটারীর কুফল

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ . -(بخارى)

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صـ حَدِيْثًا لَايُحَدِّثُكُمْ بِهٖ غَيْرِىْ قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اِنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ -(بخارى)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস শুনেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এ-ও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, যেনা-ব্যভিচার প্রকাশ্য হতে থাকবে, অবাধে মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছবে যে পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ لَقَدْ حُرِمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ -(بخارى)

www.pathagar.com

(৩) ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন শরাব এমন সময় হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না (বুখারী)

(٤) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنُ كَعْبٍ رضـ مِنْ فَضِيْخٍ رُطَبٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُمْ يَا اَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاَهْرَقْتُهَا .

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, আমি উবাইদা আবু তালহা ও উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরি মদ পান করতে দিয়েছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা বললেন হে আনাস! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেল। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেললাম (বুখারী)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَتَعُوْدُ وَشُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا -(الادب المفرد)

(৫) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। (আদাবুল মুফরাদ)

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرُمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ . -(بخارى)

(১) হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ .

(২) ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন শরাব এমন সময় হারাম হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদ ও ছিল না।

www.pathagar.com

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَتَعُوْدُ وَشُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا -(الادب المفرد)

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না।

(আদাবুল মুফরাদ)

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

(١) مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يُؤَدِّيَهِ فَهُوَ زَانٌ وَمَنْ اَدَّانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يَقْضِيَهِ فَهُوَ سَارِقٌ .

(১) যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়াতে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না, সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ এই নিয়াতে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

(٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -(بخارى – مسلم)

(২) উকবা উবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে শর্তে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান হালাল কর তা অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

যিনা/ব্যভিচার

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا .

(১) হযরত ইবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা

www.pathagar.com

একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ কর এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবেনা, তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -(بخارى-مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

নৈতিক গুণাগুণ

তাকওয়া

(١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذَارًا لِمَابِهٖ بَأْسَ .

(১) আতিয়া আস-সাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যেসব কাজে গুণাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ يَاعَائِشَةَ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -(ابن ماجه)

(২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, হে আয়েশা। ছোটখাট গুণাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

(٣) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ، فَاِنَّهٗ لاَيُدْرَكُ مَاعِنْدَهٗ اِلاَّ بِطَاعَتِهٖ -(ابن ماجه)

(৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজা)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهٗ وَلاَ يَخْذُلُهٗ وَلاَ يَحْقِرُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ

www.pathagar.com

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَا لَهُ عِرْضُهُ -(مسلم)

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না; তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ ও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোন লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

(٥) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضـ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ -(ترمذى)

(৫) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জবান মুবারক হতে এই কথা মুখস্থ করে নিয়েছি, যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহের উর্ধে তা গ্রহণ কর। কেননা সততাই শান্তির বাহন এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُزَيِّنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌلَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَّكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ ، قَالَ لَاتَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ -(بيهقى فى شعب الايمان)

www.pathagar.com

(৬) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রসূলে করীমের খেদমতে হাযির হলাম। অতঃপর (হযরত আবূযার, নতুবা তাঁর নিকট হতে হাদীসের শেষের দিকের কোন বর্ণনাকারী) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। (এ হাদীস এখানে বর্ণনা করা হয়নি) এ প্রসঙ্গে হযরত আবুযার বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে নসীহত করুন। নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে নসীহত করছি তুমি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা ইহা তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে দেবে। আবু যার বলেন আমি আরো নসীহত করতে বললাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করো এবং আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখবে। কেননা এ তেলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র স্মরণের ফলেই আকাশ রাজ্যে তোমাকে স্মরণ করা হবে এবং এ যমীনেও তা তোমার নূর স্বরূপ হবে। আবুযর আবার বললেন হে রাসূল। আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন বেশির ভাগ চুপচাপ থাকা ও যথাসম্ভব কম কথা বলার অভ্যাস কর। কেননা, এ অভ্যাস শয়তান বিতাড়নের কারণ হবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে ইহা তোমার সাহায্যকারী হবে। আবুযার বলেন, আমি বললাম আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন। বললেন বেশি হাসিও না, কেননা ইহা অন্তরকে হত্যা করে এবং মুখমন্ডলের জ্যোতি ইহার কারণে বিলীন হয়ে যায়। আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দেন। তিনি বললেন, সবসময়ই সত্য কথা ও হক কথা বলবে-লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হোক না কেন। বললাম, আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় করো না। আমি বললাম আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি যা জান, তা যেন তোমাকে অপর লোকদের দোষত্রুটি সন্ধানের কাজ হতে বিরত রাখে। (বায়হাকী শূআবিল ঈমান)

সবর বা ধৈর্য

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (بخارى - مسلم)-

(১) আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ (بخارى)-

(২) আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যেদিন গুলোতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুশমনদের মোকাবিলা করছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়লো। তখন তিনি মুসলমানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। হে লোকেরা! দুশমনের সাথে সাক্ষাতের কামনা করো না। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো, জেনে রেখো, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। (বুখারী)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ -(متفق عليه)

(৩) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদান তার সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাটাও পায়ে বিধে তাও তার গুণাহ মাফের কারণ হয়ে দাড়ায়। (বুখারী-মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا لِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ -(ترمذى)

www.pathagar.com

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এসকল মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফলে তার কালব পরিস্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিস্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (তিরমিযী)

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى -(احمد)

(৫) ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তাকে তন্মধ্যে গোস্বার সেই ঢোকটি-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম, যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমদ)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -(بخارى، مسلم)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صـ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ -(بخارى)

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর কাছে নিবেদন করল যে, হুযুর! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। হুযুর (সঃ) বললেন তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং হুযুর (সঃ) বার বার তাকে জওয়াব দিচ্ছিলেন যে তুমি রাগ করবে না। (বুখারী)

(٨) عَنْ صُهَيْبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ

www.pathagar.com

صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (مسلم)-

(৮) সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করে না। দুঃখ-কষ্ট নিমজ্জিত হলে সে সবর করে, আর এটা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে। আর এটাও তার জন্যে কল্যাণই বয়ে আনে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে কেবল কল্যাণই লাভ করে। (মুসলিম)

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ -(مشكوة)

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়, কষ্টকর। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস বা আকর্ষণীয়।

(মিশকাত)

সত্যবাদিতা

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(المستدرك لحاكم)

(১) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে। অর্থাৎ শহীদগণের সাথে তার হাশর হবে।

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا -(متفق عليه)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত মহানবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা বলবে নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎ কর্মের দিকে

www.pathagar.com

পরিচালিত করে, এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহর দরবারে যে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ সিদ্দিক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (বুখারী, মুসলিম)

বিনয় ও নম্রতা

(١) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَايَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ -(مسلم)

(১) ইয়াদ ইবনে হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

(١) عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -(بخارى - مسلم)

www.pathagar.com

(১) হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ (بخارى)-

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মুমিন ব্যক্তি তার গুণাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুণাহকে মনে করে একটি মাছির মত, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবূ শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (বুখারী)

(٣) عَنِ النُّعْمَانِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ اِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ (مشكوة)-

(৩) হযরত নুমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তাকে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَايَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ -(مسند احمد)

(৪) আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন মুমিন

www.pathagar.com

মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয়না। (মুসনাদে আহমদ)

মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলী

(١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ -(ترمذى - ابن ماجه)

(১) আতিয়া আস-সাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে যেসব কাজে গুণাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত মুত্তাকী লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না।

(তিরমিযী, ইবনে মাজা)

(٢) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُئُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -(ابن ماجه)

(৩) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের ভাল লোক সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবাগণ বললেন; হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই তোমাদের মধ্যে ভাল লোক।

(ইবনে মাজা)

রহমানের বান্দা কারা

(١) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -(ابن ماجه)

(১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! ছোট খাট গুণাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এজন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

www.pathagar.com

الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ -(ترمذى - نسائى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদে থাকেন। আর মুমিন সেই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। (তিরমিযী, নাসায়ী)

(٣) عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَسَارٍ رضـ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ الْاِنْصَافُ مِنْ نَّفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ -(بخارى)

(৩) হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ একত্রে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। তাহচ্ছে নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা, এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা। (বুখারী)

চরিত্রগত ত্রুটিসমূহ

গর্ব অহংকার

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهٗ حَسَنًا وَنَعْلَهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -(مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (সাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল হুযুর কেহ যদি তার লেবাস, পোষাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহংকার) রসূল (সঃ) জওয়াব দিলেন

www.pathagar.com

অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃত পক্ষে অহংকার হল আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّمَخِيْلَةٌ -(بخارى)

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

(٣) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত হারেছা ইবনে ওহাব (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ)

(٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا -(ابو داؤد)

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নীচে এবং গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি গিরার নীচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ একথা রাসূল (সঃ) তিনবার বললেন যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকার পূর্বক ভূমি স্পর্শকারী পোষাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

(٥) عَنِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ

www.pathagar.com

لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهُ خُيَلَاءَ -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দেবেন না) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায় যদি না আমি তা ভালভাবে বেধে রাখি। এক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন যারা অহংকার বশতঃ এরূপ করে তুমি তাদের অন্তভুক্ত নও। (বুখারী)

(٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَلَمَّا عُرِجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ -(ابو داؤد)

(৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন আমার প্রভু আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণী লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মত যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেতো এবং তাদের ইয্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো।

(আবু দাউদ)

গীবত বা পরনিন্দা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ

www.pathagar.com

وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ -(مشكوة)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুযুর (সঃ) বললেন গীবত হল তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযুর (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রসূল (সঃ) জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ حَتّٰى يُغْفَرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ -(بيهقى)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গীবত হল ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হুযুর (সঃ) বললেন কোন ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবত কারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ -(بيهقى)

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন গীবতের কাফফারা হল এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

www.pathagar.com

চোগলখুরী

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ (بخارى-مسلم)-

(১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, চোগল খোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهَى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ -(بخارى)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) চোগলখুরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اَنَّهُ كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهٖ-(بخارى)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সঃ) দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবর দুয়ের লোক দুটি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোন কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখুরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

মিথ্যাচার

(١) بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَيْلٌ لِمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ -(ترمذى)

(১) বাহয ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধ্বংস ও

www.pathagar.com

বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ -(ابو داوٗد)

(২) হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হল তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ لَايَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جَدٍّ وَّلَا هَزْلٍ وَّلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَايُنْجِزُلَهٗ -(الادب المفرد)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন কৌতুক ছলেও গৌরব প্রদর্শন কোন অবস্থায়ই মিথ্যা সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোন ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

(٤) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ النَّبِىُّ صـ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا -(بخارى)

(৪) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখ দেখেনি। (বুখারী)

(٥) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رضـ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا . اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْقَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهٗ سَكَتَ -(بخارى-مسلم)

www.pathagar.com

(৫) হযরত আবু বাকারাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা নবী করীম (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কথা বলে দিব না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা কথা বলা। হুযুর (সঃ) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলতেছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার নিমিত্ত সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহ! হুযুর যদি এখন থেমে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)

অপচয় ও অপব্যয়

(١) عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطٰنِ-(مسلم)

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রী জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِبْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ النَّبِىَّ صـ مَرَّ بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ -(احمد)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সঃ) সা'দ (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন অযু করছিলেন। রাসূল (সঃ) বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রাঃ) বললেন, অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (আহমদ)

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِى اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ -(دار قطنى)

www.pathagar.com

(৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনারূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে। যে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে। (দারে কুতনী)

কৃপণতা

(১) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, আল্লাহ হতে দূরে, সকল মানুষ হতে দূরে, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। (তিরমিযী)

(২) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণতা ও মিথ্যাচার, এ দুটি মন্দ স্বভাব কখনও কোন মুমিনের চরিত্রে একত্রিত হয় না। (মিশকাত)

(৩) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং সৎ পথে ব্যয় করে না তারা নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৪) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশ করবে না, প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে দান গ্রহীতাকে খুটা দেয়। (মিশকাত)

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, কৃপণ ও অহংকারী। (মিশকাত)

মুনাফিকের পরিচয়/পরিণাম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ -(بخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -(بخارى)

www.pathagar.com

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তার খেয়ানত করে (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -(مشكوة)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, এমন দুটি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। (১) সুস্বভাব (২) দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

(٤) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ (بيهقى)-

(৪) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয় যারা কথা বলে সুকৌশলে, আর কাজ করে যুলুমের সাথে। (বায়হাকী)

শিরক

(١) عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -(مسلم)

(১) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করবে যে, সে তাঁর সাথে শিরক করে না, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (بخارى)-

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (بخارى-مسلم)-

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হল, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী-মুসলিম)

(٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ يَامُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ

www.pathagar.com

اَلاَ يُعَذِّبَهُمْ -(بخارى)

(৪) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, হে মুআয তুমি কি জানো বান্দার কাছে আল্লাহর কি হক আছে? মুআয বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন নবী করীম (সঃ) বললেন (বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি (নবী সঃ) আবার বললেন, তুমি কি জানো আল্লাহর কাছে বান্দার হক কি? মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী (সঃ) বললেন, আল্লাহর কাছে বান্দার হক হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে আযাব না দেয়া (বুখারী)

(٥) عَنْ مُعَاذٍ رضـ اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ .

(৫) হযরত মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সঃ) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন হে মুয়ায (১) যদি তোমাকে হত্যা করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলাও হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ হতে তাড়িয়েও দেয় তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরজ নামায ত্যাগ করবে না, কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরজ নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোন দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না; কেননা শরাব হল সমস্ত অশ্লীল কাজের

www.pathagar.com

মূল। (৫) আর তুমি সব রকমের পাপকার্য হতে নিজকে দূরে রাখবে, কেননা পাপ কার্যের কারণে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) আর তুমি যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) সন্তান-সন্ততিকে আদব-শিখাতে তাদের উপর লাঠি সরাবে না (১০) পরিবারের লোকজনকে সর্বদা আল্লাহর ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমদ)

হত্যা

(১) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হত্যাকারীর ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। (তিরমিযী)

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে হত্যা সম্বন্ধে বিচার করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল" তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (১) হত্যার বদলে হত্যা (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করার জন্য হত্যা (৩) ধর্ম ত্যাগ করার জন্য হত্যা। (মিশকাত)

(৪) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্রের দ্বারা আপন ভাইয়ের প্রতি (কোন মুসলমানের প্রতি) ইশারা করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা সমধিক সহজ। (তিরমিযী)

(৬) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, তার মধ্যে দু'টি হল আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও কাউকে হত্যা করা। (মুসলিম)

আত্মহত্যা

আত্মহত্যা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

(١) كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ

www.pathagar.com

حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -(بخارى)

(১) এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। (বুখারী)

(٢) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ -(بخارى)

(২) সাবেত ইবনে দাহ্হাক (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ -(بخارى)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেন, যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে। জাহান্নামে সে নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দিবে। (বুখারী)

সংগঠন ও শৃংখলা

ইসলামী আন্দোলন ফরজ

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صـ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -(ترمذى)

(১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম(সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা

www.pathagar.com

সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্র-ই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -(ابو داؤد)

(২) হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবীকে একথা বলতে শুনেছি , যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বে-ই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكِنْدِيْ رضـ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلاَ يُنْكِرُوْنَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ -(شرح السنة)

(৩) আদী ইবনে আলী আলকিন্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত ক্রীতদাস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছে যে, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কখনো বিশেষ লোকদের অপরাধমূলক কাজের কারণে সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে এবং তারা উহার প্রতিবাদ করতে ও উহা বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহলে ঠিক তখনই আল্লাহ্

www.pathagar.com

তায়ালা সাধারণ ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন।

(শরহে সুন্নাহ)

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَلَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْاهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَاعَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -(بيهقى)

(৪) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন বনী ঈস্‌রাইল জাতির লোকেরা পাকার্যে লিপ্ত হল, তখন তাদের আলেমগণ তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না।-অতঃপর তাদের আলেমগণ (তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করে) তাদের সঙ্গেই খানাপিনা ও উঠা-বসা করতে থাকল। ফলে আল্লাহ্ তাদের উভয় দলের অবস্থা এক করে দিলেন (অর্থাৎ আলেমদের দেলও পাপীদের দেলের ন্যায় পংকিল ও কালিমাময় হয়ে গেল) আর তাদের এ পাপকার্য ও সীমালংঘন হেতু আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে অভিসম্পাত দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এ পর্যন্ত হুযুর (সঃ) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় (কথাগুলি বলতে) ছিলেন। হঠাৎ তিনি (কথায় গুরুত্ব বিবেচনা করে) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন না, (তোমাদেরকে বনী ঈসরাইলের ন্যায় হলে চলবে না) আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার মুঠোর মধ্যে আমার জান। নিশ্চয় তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখবে। আর তোমরা জালেমের বাহু ধরে তাকে হক কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের দেলও পাপীদের দেলের অনুরূপ হয়ে

www.pathagar.com

যাবে। অতঃপর তোমরাও বনী ঈসরাইল জাতির ন্যায় অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। (বায়হাকী)

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ -(بخارى)

(১) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুযুর (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই হয়ে থাকে। সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ ذَاقَ طَعْمَ الاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً

-(بُخَارِى-مسلم)

(২) হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে কবুল করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لِاَبِىْ ذَرٍّ رضـ اَىُّ عُرَى الاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالاَةُ فِىْ اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِىْ اللّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ -(البيهقى)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবুযার গিফারী (রাঃ) কে বললেন, বল ঈমানের কোন রশিটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন (অতএব ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনিই তা বলে দিন) নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহরই জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন এবং আল্লাহরই জন্য কারো সাথে ভালবাসা এবং আল্লাহরই জন্যে কারো সাথে শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা। (বায়হাকী)

www.pathagar.com

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ -(بخارى)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল (সঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস তোমাদের যার মধ্যে পাওয়া যাবে, যে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে তা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবেন, সে কাউকে ভালবাসবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এবং সে কখনো কুফরীর মধ্যে পুনরায় ফিরে যেতে রাযী হবে না, যেমন রাযী হবে না আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে। (বুখারী)

সংগঠন

(١) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ -(مسند احمد -ترمذى)

(১) 'হযরত হারিসুল আশয়ারী' (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামায়াত বদ্ধ হবে (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে (৩) তার আদেশ মেনে চলবে (৪) আল্লাহ্র অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে, যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তণ করে তো স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের নিয়ম নীতির দিকে (লোকদের) আহবান জানায় সে জাহান্নামী। যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

অপর বর্ণনায় আছে أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ পাক আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন।

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -(ابو داؤد)

(২) 'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত।' (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ -(احمد، ابو داؤد)

(৩) হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল।' (আহমদ, আবু দাউদ)

(٤) عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ -(احمد)

(৪) হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মেষ পালের বাঘের (শত্রু) ন্যায় মানুষের বাঘ (শত্রু) হল শয়তান। (মেষ পালের মধ্য হতে) বাঘ সেই মেষটিকে-ই ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। কিংবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরি পথে যাবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَاَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -(منتقى)

(৫) 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

www.pathagar.com

তিন ব্যক্তি যদি কোন জঙ্গলেও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েজ নয়। (মুনতাকা)

(٦) عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدٌّ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ الاَّ قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

(ابو داؤد)-

(৬) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন জঙ্গল অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে, আর তারা যদি তখন (জামায়াত বদ্ধ ভাবে) নামায আদায় করার ব্যবস্থা না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভূত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ের বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে খায়। (আবু দাউদ-নাসাঈ)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-(مسلم)

(৭) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য কে অস্বীকার করত ঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

(٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْقَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صـ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

(ترمذى)-

(৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতকে অথবা মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপর-ই

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে।' (তিরমিযী)

(٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ .

(৯) 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন সংগঠনকে আকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে।'

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন,

(١٠) يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ اِلَى النَّارِ -(ترمذى)

(১০) 'জামায়াতের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সেতো একাকি দোযখের পথেই ধাবিত হয়।' (তিরমিযী)

সংগঠন সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন,

(١١) لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ .

(১১) 'সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।'

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ اَبْنِ الْيَمَانِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلَيَسْحَتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ -(مسند احمد)

(১) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে,

www.pathagar.com

লোকদের বিরত রাখবে এবং তাদেরকে কল্যাণময়ী কাজ করার জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করবে। অন্যথায় আল্লাহতায়ালা যে কোন আযাবে তোমাদের সকলকেই ধ্বংস করে দিবেন, কিংবা তোমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও জালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেবেন। এ সময় তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকরা মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তার কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ . يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِيْ فَلاَ اُجِيْبُكُمْ وَتَسْاَلُوْنِيْ فَلاَ اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِيْ فَلاَ اَنْصُرُكُمْ (مسند احمد - ابن ماجه)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, একদা রাসূলে করীম (সঃ) আমার ঘরে আসলেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল দেখে আমার মনে হল যে, কোন জিনিস যেন তাঁকে আঘাত করেছে। অতঃপর তিনি অজু করলেন এবং বের হয়ে গেলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাকেও কিছু বললেন না। আমি হুজরার ভিতর হতেই তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলতেছেন, হে লোকসমাজ, আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয়ই বলেছেন যে, তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে, যখন তোমরা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি সাড়া দেব না। তোমরা আমার নিকট চাবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করব না। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

দাওয়াত

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ

www.pathagar.com

اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -(بخارى)

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ -(ترمذى، وابن ماجه)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صـ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَامُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -(ترمذى)

(৩) 'হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।' (তিরমিযী)

www.pathagar.com

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا -(متفق عليه)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانُ -(مسلم)

(৫) হযরত আবু সাইয়েদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেহ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

(٦) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -(ابو داؤد)

(৬) হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বে-ই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরীক্ষা

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ

www.pathagar.com

الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ -(ترمذى)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

(٢) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَادِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلَاثًا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا -(ابو داؤد)

(২) মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَاْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -(ترمذى)

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ صـ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهٗ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُلَنَا؟ اَلَا تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا؟

www.pathagar.com

قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهٖ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لِيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَ مَوْتَ لَايَخَافُ اِلاَّ اللّٰهُ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -(بخارى)

(৪) হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চান না? আপনি কি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? তখন তিনি বললেন (তোমাদের উপর আর কি দুঃখ নির্যাতনই বা এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো। এবং তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুণী দ্বারা আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ্‌র কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়া হুড়া করছো। (বুখারী)

আনুগত্য

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا

www.pathagar.com

سَمْعٌ وَلَا طَاعَةَ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোন পাপকার্যের আদেশ না করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর না-ই হোক। হ্যাঁ সে যদি কোন পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَاطَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ -(بخارى، مسلم)

(২) হযরত আলী (রাঃ) বলেন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ اَصَانِيْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهُ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ -(متفق عليه)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহ্‌র হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَكُوْنُ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَهُ بِقَلْبِهٖ وَلٰـكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلَا نُقَاتِلُوْهُمْ قَالَ لَامَاصَلُّوْا -(مسلم)

(৪) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন তোমাদের উপর এমন শাসক চাপানো হবে, যারা ভাল

www.pathagar.com

কাজ ও করবে মন্দ কাজও করবে। সুতরাং যে তার প্রতিবাদ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে। আর যে মনে মনে তাকে খারাপ জানবে এবং অন্তরে তার প্রতিবাদ করবে সেও নিরাপদ হবে। কিন্তু যে উক্ত খারাপ কাজকে পছন্দ করে তার অনুসরণ করবে। সে উক্ত পাপ কার্যের অংশীদার হবে। সাহাবীরা আরয করলেন হে আল্লাহর নবী! আমরা কি সে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না? হুযুর (সঃ) বললেন, না যখন পর্যন্ত তারা নামায আদায় করতে থাকবে তখন পর্যন্ত তোমরা তা করবে না। (মুসলিম)

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -(مسلم)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) রসূলে পাক (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হয়ে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَنْكَرِهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَانُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلُ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَانَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ -(متفق عليه)

(৬) হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূলের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলাম (১) নেতার আদেশ মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে-তা' দুঃসময়ে হোক আর সুসময়েই হোক। খুশির মুহূর্তে হোক অখুশির মুহূর্তে হোক। (২) নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৩) ছাহেবে আমরের সাথে বিতর্কে জড়াবে

www.pathagar.com

না।, তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। (৪) সেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন হক কথা বলতে হবে। আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না। (বুখারী, মুসলিম)

পরামর্শ

(١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (المعجم الصغير)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, যে এস্তেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

(٢) يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِّذِىْ بَايَعَهُ -(مسند احمد)

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে বায়াত নেয় তার বায়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বায়াত গ্রহণ করবে তাদের বায়াত ও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرَاى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءُكُمْ وَاَمْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا (ترمذى)-

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর

www.pathagar.com

যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَاتُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ -(بخارى)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাই। আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরূপ মন্দ কিছু দেখিনি। (বুখারী)

এহতেছাব বা গঠনমূলক সমালোচনা

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَخْذُلُهٗ وَلَا يَكْذِبُهٗ وَلَا يَظْلِمُهٗ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ -(ترمذى)

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেনো তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهٖ -(متفق عليه)

(২) রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক

www.pathagar.com

একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীলা তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রেখো তোমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ص قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ -(متفق عليه)

(১) আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, একজন মুমিনের সঙ্গে আরেক মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। একথা বলে উপমা স্বরূপ তিনি তার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِى الْمُتَجَالِسِيْنَ فِى الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ -(مالك)

(২) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহতায়ালা বলেছেন যারা আমার জন্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার জন্যে একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্যে পরস্পর সাক্ষাত করতে যায় এবং আমার জন্যে পরস্পরে অর্থ ব্যয় করে। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা অনিবার্য। (মুয়াত্তা ইবনে মালেক)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىَّ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ -(مسلم)

www.pathagar.com

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন, আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে পরস্পরকে ভালবাসতো, তারা আজ কোথায়। আজকে আমি তাদেরকে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবো। আজকে আমার ছায়া আর কারো ছায়া নেই। (মুসলিম)

(٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ -(ترمذى)

(৪) হযরত মুআজ' ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জন্যে আখিরাতে নূরের মিম্বর তৈরী হবে এবং নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। (তিরমিযী)

(٥) عَنْ بَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا اِنْ يَتَفَرَّقَا -(احمد، ترمذى)

(৫) হযরত বারাহ ইবনে আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেন, যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং পরস্পর মুছাফাহা করে তারা পৃথক হবার পূর্বে তাদের যাবতীয় দোষত্রুটি মার্জনা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

বাইয়াত

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -(مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলে পাক (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رضـ

www.pathagar.com

يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اِسْتَطَعْتُمْ -(مسلم)

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল (সঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবন ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সমর্থ অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَّ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَّقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَنَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ -(نسائى)

(৩) হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবন ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বোবস্থায়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না। (নাসায়ী)

রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -(مؤطا)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে গেলাম। তোমরা যতদিন এ দুটি আকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা)

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন,

(٢) لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلاَ لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ .

(২) আজ থেকে আরবদের অনারবদের ওপর এবং অনারবদের আরবদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

খিলাফত

খিলাফতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ اَنِّى اَخَذْتُ خِلاَفَتَكُمْ رَغْبَةً فِيْهَا اَوْ اِرَادَةً اسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا اَخَذْتُهَا رَغْبَةً فِيْهَا وَلاَ اسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَى اَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا وَّلاَ لَيْلَةً قَطُّ وَلاَ سَاَلْتُ اللّٰهَ سِرًّا وَّلاَ عَلاَنِيَةً وَّلَقَدْ تَقَلَّدْتُ اَمْرًا عَظِيْمًا لاَطَاقَةَ لِىْ بِهِ اِلاَّ اَنْ يُّعِيْنَ اللّٰهُ وَلَوَدِدْتُ اَنَّهَا اِلَى اَىِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ عَلَى اَنْ يَّعْدِلَ فِيْهَا فَهِىَ اِلَيْكُمْ رَدٌّ وَلاَ بَيْعَةَ لَكُمْ عِنْدِىْ فَادْفَعُوْا لِمَنْ تُحِبُّوْنَهُ فَاِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ .

(১) হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা ইচ্ছা করে নিজেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাহলে মনে রাখবে, এই কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ-জীবন, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ হতে আগ্রহ করে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোন একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে-বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনোই তা পাওয়ার লোভ করিনি না কোন দিনে না রাতে। এজন্য আল্লাহর নিকট কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে না প্রকাশ্যে। আসলে একটা অনেক বড় বোঝা বহনের জন্য আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোনসাধ্যই আমার নেই। তবে

www.pathagar.com

একমাত্র ভরসা আল্লাহ যদি সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (সঃ) এর অপর কোন সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোন লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

রাসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ

(٤) مَنْ اَتَاكُمْ اَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ .

(২) তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সেই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ

(٣) اِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ -(بخارى)

(৩) আমি ভালো করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমি-ই যদি নাফরমানী করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও। (বুখারী)

খিলাফত সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ

(٤) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَمْرَكُمْ هٰذَا لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ حَقٌّ اِلَّا مَنْ اَمَرْتُمْ وَاِنَّهٗ لَيْسَ لِىْ دُوْنَكُمْ اِلَّا مَفَاتِيْحُ مَالِكُمْ مَعِىْ .

(৪) হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলো আমার নিকট রক্ষিত।

www.pathagar.com

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

(١) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ كَنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ -(طبرانى)

(১) মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল-কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমতের জন্য এতটুকু চেষ্টা ও করল না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ .

(২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে দোযখে যাবে। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ -(مسلم)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে, তবে তুমি ও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (মুসলিম)

www.pathagar.com

ইসলামে নির্বাচন

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَالَّذِىْ بَايَعَهُ -(مسند احمد)

(১) রাসূল (সঃ) বলেন, মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়'আত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসনাদে আহমদ)

(٢) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ وَاُمُرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا -(ترمذى)

(২) রাসূল (সঃ) বলেন, তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়। (তিরমিযী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। অতঃপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَتَسْئَلِ الاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا -(بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোন সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোন রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

ইসলামে রাজনীতি

ইসলামে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত রসূলে করীম (সঃ) সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেন- এমন একটি সময় আসবে যখন অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ফিতনা ফাসাদ সমগ্র দুনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল সেই বিপদ হতে বাচার উপায় কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ

(١) كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ -(ترمذى)

(১) আল্লাহর কুরআন-আল্লাহর দেয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুতঃ উহা এক চূড়ান্ত বিধান, উহা কোন বাজে জিনিস নহে। (তিরমিযী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ عَمِلَ بِهٖ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ عَصَمَ بِهٖ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

(২) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করবে, সে উহার প্রতিফল লাভ করবে। যে উহার অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার শাসন সুবিচার পূর্ণ হবে এবং যে উহাকে দৃঢ়রূপে আকড়িয়ে ধরবে সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ خُذُوْا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَاِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَأْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلَا اِنَّ رِحَا الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَاتُفَارِقُوْا الْكِتَابَ اَلَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ

www.pathagar.com

طَاعَةُ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

(৩) মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দান উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারো, যতোক্ষণ পর্যন্ত তা দান উপঢৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবত তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দারিদ্র্য ও অনশন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখো। ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরেই চলবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমনসব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর যদি তাদের অমান্য করো, তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রসূলে খোদা (সঃ) কে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রসূল। তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন তোমরা তখন তা-ই করবে, যা করেছিলো ঈসার (আঃ) সঙ্গী সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিড়ে ফেলা হয়েছিলো এবং গুলীবিদ্ধ করা হয়েছিলো। খোদার নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চাইতে খোদার অনুগত থেকে জীবন দান করা উত্তম। (আল মুজামুস-সগীর)

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা

(١) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -(مسلم)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এই মর্মে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমি ও তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবাণী করে, তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (মুসলিম)

(٢) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ

www.pathagar.com

مَامِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -(بخارى - مسلم)

(২) হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ بُرَيْدَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ -(ابو داؤد، ابن ماجه)

(৩) হযরত বরীদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। তম্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালা করবার ব্যাপারে অবিচার ও জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্যে বিচার ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رضـ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ -(احمد ابو داؤد)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِىْ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ

www.pathagar.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّمِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمِ اللّٰهِ لَوْ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدُهَا -(بخارى - مسلم)

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুরাইশগণ একদা মাখজুমী বংশের একটি স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করেছিল। তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করল এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এর নিকট কে কথা বলবে? তারাই একে অপরকে বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়িদ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করতে পারে? উসামা তাঁর নিকট উক্ত বিষয়ে কথা বললেন। শুনে রাসূলে করীম (সঃ) বললেন আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছো? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোন দুর্বল বা নিচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোন অপরাধ করত তার উপর জগদ্দল শাসন ভার চাপিয়ে দিত। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইনসাফ করো আল্লাহর নামে শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখো কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সঃ) একদা হযরত আলী (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا عَلِىُّ اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ -(ابو داؤد - ترمذى)

হে আলী! দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বিচারের জন্য উপবিষ্ট হবে, তখন এক পক্ষের কথা যেমন শুনেছ, অনুরূপভাবে অপর পক্ষের কথাও না শুনে তুমি উভয়ের মধ্যে ফয়সালার কোন রায় প্রকাশ করবে না। এরূপ নিয়ম তুমি পালন করলে তবে তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيَفِ اِذَا وَعَدَ .

(১) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَقْرَبُكُمْ مِنِّىْ غَدًا فِىْ لَمَوْقَفِ اَصْدَقُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ وَاَقَاكُمْ لِلاَمَانَةِ وَاَوْقَاكُمْ بِالْعَهْدِ .

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী পূরণকারী

(٣) عَنْ سَلِيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ وَلاَ غَدْرٌ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ فَسَاَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِىَ اَمَدُهُ اَوْيَنْبِذُ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .

(৩) সলীম ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রাঃ)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন আমি রাসূলে পাক (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয়। তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো

www.pathagar.com

পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন।

(٤) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَتَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْكُنْتُ رَسُوْلاً لَمْ تُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِىْ اَمْحَاهُ فَمَاحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يُّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَاجُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ -(بخارى)

(৪) বারা'য়া ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র আলী (রাঃ) লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' লেখো না। কেননা যদি তুমি রসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রসূল মেনে নিতাম) তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রাঃ) বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুববান কি? তিনি বললেন, কোষও উহার মধ্যে যা থাকে। (বুখারী)

ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى الْخُبْزِ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَوْلاَ الْخُبْزُ مَاصَلَّيْنَا وَلاَ صُمْنَا وَلاَ اَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا -

(১) রসূল করীম (সঃ) বলেন হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না,

www.pathagar.com

আমাদের মহান বরং নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

রাসুলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

(٢) كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا .

(২) দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।

রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

(٣) اَلْعِبَادَةُ سَبْعُوْنَ جُزْءً اَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلاَلِ .

(৩) ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিযিকের সন্ধান।

(٤) طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ .

(৪) হালাল রুজির সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।

(٥) عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَّجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاعُوْا اَوْعَرُوْا اِلاَّ بِمَا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ اَلاَ وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -(الطبرانى فى الصغير والاوسط)

(৫) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন, যা তাদের গরীব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায় তার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোন কারণই থাকতে পারেনি। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দেবেন।

(তাবারানী আসসগীর ও আল আওসাত)

(٦) وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ رض قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ

www.pathagar.com

عَلَيْنَا اَفْنَكْتُمْ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ قَالَ لاَ -(ابو داؤد)

(৬) হযরত বশির বিন খাছাছিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, জাকাত উসুলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকে। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ মাল গোপন করে রাখতে পারি? হুজুর (সঃ) বললেন না। (আবু দাউদ)

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَعْطُوا الاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ -(ابن ماجه)

(১) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগে-ই তার মজুরী দিয়ে দিবে। (ইবনে মাজাহ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ نِ اسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْ فٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ -(بخارى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। আর (৩) সেই ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

www.pathagar.com

বলেছেন, তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপান হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ كَانَ اخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ الصَّلٰوةُ اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -(الادب مفرد)

(৪) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এর সর্বশেষ বাণী ছিলো ঃ (১) নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আল আদাবুল মুফরাদ)

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ -(بخارى)

(৫) নবী করীম (সঃ) শ্রমিকদের মজুরী দানের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম করতেন না, জুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না।

(٦) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نهى عَنِ اسْتِجَارَةِ الْاَجِيْرِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ (بخارى)-

(৬) মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে নবী করীম (সঃ) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

(٧) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلاً اَنْ يُتْقِنَهُ -(بيهقى)

(৭) তোমাদের কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে ইহাই আল্লাহ ভালবাসেন।

(٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا كَفَا اَحَدُ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَاْ خُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَاْ خُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ اِيَّاهَا (ترمذى)-

(৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসাও,

www.pathagar.com

সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দুই এক মুঠি খাদ্য অন্ততঃ তাকে অবশ্যই খেতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে। (তিরমিযী)

(৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ أَعْطُرَ الْعَامِلَ مَنْ عَمَلَةَ فَانَّ عَامِلَ اللّٰهُ لاَ يُخَيَّبُ .

(৯) শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

পরকাল

মৃত্যু

(১) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ওফাতের তিনদিন পুর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যু বরণ না করে। (মুসলিম)

(২) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। (তিরমিযী)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎ কাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং তাদের দুষ্কর্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না।

(৪) একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কেমন বোধ করছ? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি, সেই সাথে আমার গুনাহসমূহের ভয় করি। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে কোন বান্দার অন্তরে এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেন যা আশা রাখে এবং তাকে তিনি নিরাপদ রাখেন যা হতে সে ভয় করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(৫) রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং উহা আসার পূর্বেই যেন উহাকে আসতে আহ্বান না জানায়। কারণ যখন সে মরে যাবে, তার নেককাজ বন্ধ হয়ে যাবে অথচ মুমিনের দীর্ঘ জীবন নেকীই বৃদ্ধি করে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاءُ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -(ترمذی، مسند احمد)

(১) ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا الدُّنْيَا فِي الاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبُعَهُ هٰذِهٖ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَوْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ -(مسلم)

(২) হযরত মুস্তাওরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ পরকালের তুলনায় দুনিয়ায় শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেহ যদি তার এই অঙ্গুলি (হাদীসের এক বর্ণনাকারী উহার অর্থ বুঝাতে গিয়ে অনামিকা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ কেহ যদি তার অনামিকা অঙ্গুলি) সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই অঙ্গুলি কতটুকু লয়ে ফিরছে। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اَلاَمْرُ اَشَدُّ مِنَ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -(متفق عليه)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাঁকাবে। হুযুর (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের

www.pathagar.com

দিকে তাঁকাবার কোন কল্পনা-ই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَرَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا (احمد-ترمذى)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ (যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا অতঃপর হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদসমূহ কি কি? সাহাবারা আরয করলেন, আল্লাহ্ও তাঁর রসূল-ই কেবলমাত্র জানেন। (আমরা জানি না) হুযুর (সঃ) বললেন, যমীনের সংবাদ হল, যমীনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভাল-মন্দ কাজ করেছে, (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে, আমার বুকের পর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুযুর (সঃ) বললেন এই হল যমীনের সংবাদ দান। (আহমদ, তিরমিযী)

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ(ترمذى)

(৫) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে? (৫) এবং সে (দ্বীনের) যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ

www.pathagar.com

النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُ هُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ -(طبرانى، معجم الصغير)

(৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী, মুজামুস-সগীর)

(٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ -(بخارى-مسلم)

(৭) হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারও কোন ঘর বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٨) عَنْ اَنَسٍ رضـ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَتٰى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَا اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا -(بخارى-مسلم)

(৮) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল হে রাসূল (সঃ) কিয়ামত কবে হবে? রাসূল বললেন , তোমার মঙ্গল হউক, কিয়ামতের জন্য তুমি কি পাথেয় যোগাড় করছ? সে ব্যক্তি বলল, আমি উহার জন্য কিছুই যোগাড় করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল বললেন, তুমি যাকে ভালবাসো, কিয়ামতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ এ কথায় যত খুশী হয়েছেন, তত আর কিছুতেই হননি। (বুখারী মুসলিম)

www.pathagar.com

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَعَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -(بخارى)

(৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আমার সালেহ বান্দাহ্দের জন্যে এমনসব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কখনো অল্পনা করেনি (বর্ণনাকারী বলেন) হাদীসটি সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পরে দেখতে পারো, 'কোনো মানুষই জানেনা আমি তাদের জন্য কি সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো। (বুখারী)

জান্নাত

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .(بخارى - مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ ও তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَخْتَصِمُوْنَ قَالُوْا مَابَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يَلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تَلْهَمُوْنَ النَّفَسِ -(مسلم)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাত

www.pathagar.com

-বাসীরা জান্নাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থুথু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিম্বা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষ্যবস্তুর (পেটে) কি দশা হবে? হুজুর (সঃ) বললেন, ঢেকুর ও পরিছন্নার মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু মেশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাহমীদ এমনভাবে বেধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। (অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সোবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে। (মুসলিম)

জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে এবং এ স্তর অনুযায়ী আটটি নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস – (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)

(২) দারুল মাকাম – (دَارُ الْمَقَامِ)

(৩) জান্নাতুল মাওয়া – (جَنَّةُ الْمَأْوٰى)

(৪) দারুল কারার – (دَارُ الْقَرَارِ)

(৫) দারুস সালাম – (دَارُ السَّلَامِ)

(৬) জান্নাতুল আদনে – (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

(৭) দারুন নায়ীম – (دَارُ النَّعِيْمِ)

(৮) দারুল খুল্‌দ – (دَارُ الْخُلْدِ)

জাহান্নাম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا :

(بخارى – مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের

www.pathagar.com

একভাগ। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র নবী! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? হুজুর (সঃ) বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اُرْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُرْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اَبْيَضَّتْ ثُمَّ اُرْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ : (ترمذى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং সে অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জাহান্নাম – (جَهَنَّمُ)
(২) হাবিয়াহ – (هَاوِيَةٌ)
(৩) জাহীম – (جَحِيْمٌ)
(৪) সাক্বার – (سَقَرٌ)
(৫) সায়ীর – (سَعِيْرٌ)
(৬) হুতামাহ – (حُطَمَةٌ)
(৭) লাযা – (لَظٰى)

আশারায়ে মোবাশ্‌শারা কি?

রাসূল (সঃ) এর দশজন বিখ্যাত সাহাবী দুনিয়াতেই মুমিনদের চূড়ান্ত নিবাস জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। এ দশজন সাহাবীকে একত্রে আশারায়ে মোবাশ্‌শারা বলে।

www.pathagar.com

এ দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর নাম হচ্ছে ঃ

১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক বিন আবু কোহাফা (রাঃ)

২। হযরত ওমর ফারুক বিন আল খাত্তাব (রাঃ)

৩। হযরত ওসমান জননুরাইন বিন আফফান (রাঃ)

৪। হযরত আলী মর্তুজা বিন আবু তালেব (রাঃ)

৫। হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)

৬। হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়ান (রাঃ)

৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)

৮। হযরত ছায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)

৯। হযরত ছায়ীদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)

১০।হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)

উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুজাদ্দিদের নাম ঃ

১। হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)

২। হযরত শায়খ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)

৩। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ দেহলবী (রঃ)

৪। হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রঃ)

৫। হযরত শায়েখ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাঃ)

উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নাম ঃ

১। শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)

২। শায়খ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)

৩। শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (রঃ)

৪। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেহলবী (রঃ)

৫। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রঃ)

❖ সমাপ্ত ❖

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ আল-বুখারী ঃ	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম বুখারী।
২। সহীহ মুসলিম ঃ	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।
৩। জামে' তিরমিযী ঃ	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাতা ইবনে মূসা ইবনে জাহা।
৪। সুনানে আবু দাউদ ঃ	সুলায়মান ইবনুল আশ্আস ইসহাক আল আসাদী আস-সিজিস্তানী।
৫। সুনানে নাসায়ী ঃ	আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বাহর ইবনে দীনার আন-নাসায়ী।
৬। সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাজভীনী।
৭। মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ	ইমাম মালিক ইবনে আনাস।
৮। মুসনাদে আহমদ ঃ	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।
৯। সুনানে দারেমী ঃ	ইমাম দারেমী।
১০। দারে কুত্নী ঃ	আলী ইবনে উমর ইবনে আহম্মদ।
১১। তাবারানী ঃ	আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহসান আত-তাবারানী।
১২। বায়হাকী ঃ	আহম্মদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী।
১৩। মুস্তাদরাক হাকেম ঃ	হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী।
১৪। মিশকাত শরীফ ঃ	আবু মুহাম্মদ আল-হোসাইন বিন মাসউদ আল-ফাররা আল-বাগবী।
১৫। এন্তেখাবে হাদীস ঃ	আবদুল গাফফার হাসান নদভী।
১৬। রাহে আমল ঃ	জলীল আহসান নদভী।
১৭। রিয়াদুস সালেহীন ঃ	মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী।
১৮। আল-আদাবুল মুফরাদ ঃ	
১৯। হাদীস শরীফ ঃ	মাওলানা আবদুর রহীম।
২০। হাদীসের পরিচয় ঃ	জিলহজ্জ আলী।
২১। হাদীসের আলোকে মানব জীবন ঃ	আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।
২২। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ঃ	মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী।
২৩। ইসলামী সংগঠন ঃ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ।
২৪। পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ঃ	শামসুন নাহার নিযামী।

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

❋ তাসনিয়া বই বিতান, প্রফেসর'স বুক কর্ণার, প্রীতি প্রকাশন, দৈনিক সংগ্রাম অফিস সংলগ্ন, বড় মগবাজার, ঢাকা।

❋ মহানগর প্রকাশনী ঃ ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

❋ কাটাবন বুক কর্ণার ঃ কাটাবন মসজিদ মেইন গেইট, ঢাকা।

❋ মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা, সুহৃদ প্রকাশন, উজ্জ্বল প্রকাশনী, বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেইট, ঢাকা।

❋ খন্দকার প্রকাশনী ঃ ১৩ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।

❋ আল-হেরা প্রকাশনী, আহসান পাবলিকেশন্স, খায়রুন প্রকাশনী, মিনা বুক হাউজ, বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

❋ একাডেমী লাইব্রেরী ঃ (বি.আই.এ.) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

❋ আযাদ বুকস ঃ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

❋ এট্‌সেটেরা বুক ব্যাংক ঃ এম. এন. সুপার মার্কেট, ১২ শেরেবাংলা সড়ক, ঝিনাইদহ।

❋ আল-আমিন লাইব্রেরী ঃ কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

❋ সখি বিতান ঃ হেতেম খাঁ রোড, রাজশাহী।

❋ নিউ ইসলামিয়া লাইব্রেরী ঃ হেমায়েত উদ্দীন রোড, বরিশাল।

❋ ইখওয়ান গ্রন্থাগার ঃ আল-হামরা লাইব্রেরী ঃ বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।

❋ শাহীন গ্রন্থাগার ঃ নিউ মার্কেট, কুমিল্লা।

❋ মদিনা লাইব্রেরী ঃ কোম্পানীগঞ্জ বাজার, কুমিল্লা।

❋ মুসলিম লাইব্রেরী ঃ কলেজ রোড, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

❋ সিটি লাইব্রেরী ঃ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

-০-

www.pathagar.com